পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 232 Thrusday, 23 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৩২ সংখ্যা ✱ ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩,বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বিধানসভায় স্পষ্ট বার্তা

‘ধর্ষণের ঘটনায় নির্দেশের অপেক্ষা নয়, কড়া পদক্ষেপ নিন’ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ জুলাই ঃ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের মতো ঘটনায় কঠোর অবস্থানের বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশকে কোনও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আইন মেনে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, আর সেই ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ণ সমর্থন থাকবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। বিধানসভায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের নীতি ‘জিরো টলারেন্স’। অর্থা নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও রকম আপস করা হবে না। সাম্প্রতিক বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, ওই মামলায় পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ সরকারের অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। ভবিষ্যতেও এমন নৃশংস ঘটনা ঘটলে পুলিশকে দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। পুলিশের উদ্দেশে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কোনও মহিলার ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে ঊর্ধ্বতন নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আইন অনুযায়ী যা যা পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব, তা দ্রুত করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, সরকার

সবসময় পুলিশের পাশে থাকবে এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেবে। নারী নিরাপত্তা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া একাধিক আলোচিত ঘটনারও উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্নভাবে হালকা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কামদুনি, বারাসত, কাকদ্বীপ, হাঁসখালি, ময়নাগুড়ি এবং আর জি কর হাসপাতালের ঘটনাসহ একাধিক মামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীদের যথাযথ বিচার এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা যায়নি। বিধানসভায় তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, যেসব মামলায় আদালত মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল, সেগুলির অনেক ক্ষেত্রেই কেন সেই শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। মাটিগাড়া এবং কুলতলির ঘটনার উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আদালতের নির্দেশের পরও দোষীদের চূড়ান্ত শাস্তি কার্যকর না হওয়া বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তিনি বলেন, দিল্লির নির্ভয়া মামলায় দোষীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। সেই উদাহরণ তুলে ধরে তিনি জানতে চান, পশ্চিমবঙ্গে যেসব মামলায় আদালত ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে কেন একইভাবে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যায়নি। তাঁর অভিযোগ, এসব মামলার যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও আইনি অনুসরণে ঘাটতি ছিল। বক্তব্যে আর জি কর হাসপাতালের বহুল আলোচিত মামলার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ক্ষমতায় আসার পর সরকার ওই মামলার সমস্ত নথি পুনরায় খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিয়েছে। তদন্তের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, আর জি কর মামলায় সংশ্লিষ্ট তিনজন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) পদমর্যাদার

রাজ্য পুলিশের পরিকাঠামো উন্নয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ জুলাই ঃ রাজ্য পুলিশের পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণে একগুচ্ছ পদক্ষেপের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট আলোচনার শেষে জবাবি ভাষণে তিনি জানান, দুর্গাপুজোর আগেই ১৬ হাজার নতুন কনস্টেবল কাজে যোগ দেবেন। পাশাপাশি আরও তিন হাজার পুলিশকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরও মহিলা পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হবে। ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় জেলা স্তরে সাইবার সেলকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। জরুরি পুলিশি পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দিতে মহালয়ার দিন থেকে ’১১২’ সমন্বিত জরুরি পরিষেবা চালুরও ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর দাবি, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতে গড়ে তিন ঘণ্টা সময় নিচ্ছে। নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি এলাকায় একাধিক টহলদারি গাড়ি মোতায়েন করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশি সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুলিশকর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে গুজরাটের রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, বিএসএফের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক, উপকূল পুলিশকে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক পুলিশি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজও জোরকদমে চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ফুটপাথ দখল নিয়ে কড়া অগ্নিমিত্রা পাল

এক লাইনে দোকান আনার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ কলকাতার ফুটপাথ দখল এবং পথচারীদের চলাচলে বাধা নিয়ে ফের কড়া অবস্থান নিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বুধবার সকালে হঠাই কলেজ স্ট্রিট, ধর্মতলা ও পার্ক স্ট্রিট এলাকায় পরিদর্শনে বেরিয়ে ফুটপাথের দোকানগুলি ঘুরে দেখেন তিনি। দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি কোথাও নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়ে সরাসরি সতর্কও করেন। পরিদর্শনের শেষে পুলিশের উদ্দেশে স্পষ্ট নির্দেশ দেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুটপাথে থাকা সমস্ত দোকান এক লাইনে আনতে হবে। কোনও অবস্থাতেই দুই বা তিন সারি করে দোকান বসিয়ে পথচারীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অগ্নিমিত্রা পাল নিয়মিতভাবে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিক পরিদর্শনে বের হচ্ছেন। শহরের নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তার অবস্থা, ফুটপাথ দখল এবং নাগরিক পরিষেবার বিভিন্ন বিষয় তিনি সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন। এদিন সকালেও প্রথমে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় পৌঁছে ফুটপাথের দোকানগুলির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথাও শোনেন। পরে তিনি ধর্মতলা হয়ে পার্ক স্ট্রিট এলাকায় যান এবং সেখানকার ফুটপাথের খাবারের এরপর ৬-র পাতায়

তৃণমূলের তহবিল মামলায় ইডির নজরে কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের তহবিল সংক্রান্ত মামলার তদন্তে এবার নতুন পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে তলব করা হয়েছে কালীঘাট তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই তাঁকে হাজির হয়ে দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টট সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে দলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ‘ অথরিটি’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন শুভাশিস চক্রবর্তী। সেই কারণেই আর্থিক লেনদেন, অ্যাকাউন্ট পরিচালনা এবং তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় এই তদন্তের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দল কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট শিবির, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ‘নব্য তৃণমূল। দুই পক্ষই দলের প্রতীক, সাংগঠনিক বৈধতা এবং তহবিলের উপর নিজেদের অধিকার দাবি করেছে। এই বিরোধ এখন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারাধীন। আদালতে চলা মামলার মধ্যেই দলের তহবিলে প্রায় ১৬৪ কোটি টাকার গরমিলের অভিযোগ সামনে আসে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করে ইডি। তদন্তের অংশ হিসেবে দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃট পরিচালনা এবং আর্থিক লেনদেনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট গুলিতে কীভাবে অর্থ জমা হয়েছে, কোথায় সেই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং সমস্ত আর্থিক লেনদেন নিয়ম মেনে হয়েছে কি না। এই কারণেই শুভাশিস চক্রবর্তীর কাছ থেকে ব্যাঙ্কের নথি, হিসাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা শুভাশিস চক্রবর্তী গত মাসেও শিরোনামে এসেছিলেন। ইডির আধিকারিকরা তদন্তের প্রয়োজনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং দলনেত্রীর অনুপস্থিতিতে তদন্তকারীদের প্রবেশে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই তাঁর ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, শুভাশিস চক্রবর্তীর আগে দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এরপর ৬-র পাতায়

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাবারে বরাদ্দ বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা এবং শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবারে বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গরম রান্না করা খাবার ও সকালের জলখাবারের ডিম কেনার খরচে অতিরিক্ত ২ টাকা করে দেবে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরহিত্যে বিধানসভা আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতদিন এই খাতে শিশুদের জন্য ১০ টাকা ও মহিলাদের জন্য ১২ টাকা করে বরাদ্দ ছিল। পঞ্চায়েতে সাম্প্রতিক প্রশাসনিক অচলাবস্থা এড়াতে নির্বাচিত প্রধানের পাশাপাশি সরকারি সচিবদের হাতে আরও বেশি প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে খুব শীঘ্রই বিধানসভায় একটি সংশোধনী বিল আনা হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ ওই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজকর্মে সচিবদের ভূমিকা

আরও বাড়বে। কোনও কারণে প্রধান বা নির্বাচিত বোর্ডের কার্যক্রম ব্যাহত হলেও যাতে সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ না হয় এবং উন্নয়নমূলক কাজ আটকে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই আইনি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংশোধনী বিলের খসড়া অনুমোদিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই তা বিধানসভায় পেশ করা হবে। বিলটি পাশ হলে পঞ্চায়েত প্রশাসনে সচিবদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির আইনি ভিত্তি তৈরি হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে পঞ্চায়েত স্তরে পরিষেবা প্রদান আরও দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন হবে এবং সাধারণ মানুষকে প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তে হবে না। রাজ্যে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এর একটি থানা তৈরীর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিধানসভার মুখ্য সরকারি সচেতকের সহকারীদের পারিশ্রমিক ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে বারো হাজার টাকা করার প্রস্তাবও বৈঠকে গৃহীত হয়। আয়ুস্মান ভারত প্রধান মন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনা যারা পাবেন না তাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় আওতায় আনা এবং সীমান্ত সুরক্ষায় রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলায় বিএসএফকে জমি দেওয়ার প্রস্তাব আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকের গৃহীত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বৈদ্যবাটীতে ভাঙলো শ্রাবণী মেলার তোরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২২ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে তৈরি সুবিশাল আলোর তোরণ ভেঙে বিপত্তি বৈদ্যবাটীতে। বুধবার বেলার দিকে বৈদ্যবাটীর শাসমলপাড়ায় বৈদ্যবাটী-তারকেশ্বর রোডের ওপর ভেঙে পড়ে বাঁশ ও আলো দিয়ে তৈরি ওই তোরণটি। এর জেরে দিল্লি রোড লাগোয়া ওই ব্যস্ত রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন, বিগত ক'দিনের বৃষ্টির জেরে মাটি আলগা হয়ে গিয়েছিল, তার ফলেই এই আলো ও বাঁশের তোরণটি ভেঙে পড়ে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও, তোরণ ভেঙে পড়ায় নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। ভেঙে পড়া তোরণটির বাঁশের কাঠামো সরিয়ে রাস্তাটি যান চলাচলের উপযুক্ত করে তোলার কাজ শুরু হয়।

১৬ আগস্ট থেকে বন্ধ নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিশু-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম আগামী ১৬ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের পুরনো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আর নিরাপদ নয় বলে বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে উঠে আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শিশু ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওরকম আপস করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মিউজিয়াম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মিউজিয়াম সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি একটি তৃতীয় পক্ষের সংস্থাকে দিয়ে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা করানো হয়। সেই রিপোর্টে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, বর্তমান অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। সংস্কারের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। তবে এত বিপুল অর্থ জোগা। করা বর্তমান পরিস্থিতিতে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই দাবি। জাদুঘরের সচিব ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। যা বহন করা জাদুঘরের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিষয়টি জানিয়েছি। অন্যদিকে, মিউজিয়ামের ডিরেক্টর সুদীপ শ্রীমাল এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছেন। তাঁর মতে, সরকার এই প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করুক। আমাদের অনুরোধ অনুযায়ী ‘ চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে'র দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তহবিলের কোনও অভাব হবে না। তিনি আরও বলেন, নাম বদলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হোক। উল্লেখ্য, ‘ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন’-এর পরিচালনায় এই মিউজিয়ামটি পরিচালিত হয়। সংস্থার ২১ সদস্যের মূল কমিটির পাশাপাশি আরও ১৫ জন অতিরিক্ত সদস্য রয়েছেন। ১৯৬৬ সালের ২২ ডিসেম্বর ৯৯ বছরের লিজে পাওয়া জমির উপর এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পরে ১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর শিশু দিবসের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের অন্যতম আকর্ষণ বিশ্বের ৯৬টি দেশের ১,১০০-এরও বেশি পুতুলের বিরল সংগ্রহ। পাশাপাশি রয়েছে প্রায় ৩০০টি মূর্তি নিয়ে সমৃদ্ধ ‘ গ্যালারি’, যা দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে

টিটাগড় পুর নিয়োগ মামলায় ইডির জিজ্ঞাসাবাদ, সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির মদনপুত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নতুন করে গতি আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই মামলায় কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের পরিবারের সদস্যদের একে একে তলব করা হয়েছে। সেই সূত্রেই বুধবার নির্ধারিত সময়ের আগেই কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিলেন মদন মিত্রের ছেলে শুভরূপ মিত্র। হাতে একটি ফাইল নিয়ে তাঁকে তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। তবে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তিনি ভিতরে চলে যান। ইতিমধ্যেই মদন মিত্রের অন্য ছেলে স্বরূপ মিত্র, স্ত্রী অর্চনা মিত্র এবং খোদ বিধায়ককেও আলাদা দিনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৯ জুলাই ইডির দপ্তরে মদন মিত্রের হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, টিটাগ। পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েই এই মামলার সূত্রপাত। তদন্তকারীদের দাবি, মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অন্তত ১২৫ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের তদন্তে বিভিন্ন নথি, আর্থিক লেনদেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে মদন মিত্রের নাম উঠে আসে বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। এরপরই তাঁর একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়। বিধায়কের বা।ি, অফিস-সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে মদন মিত্রকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। তদন্তের অগ্রগতির স্বার্থে এবার তাঁর

পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইডি। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, নিয়োগের নামে কোনও অবৈধ আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কি না এবং সেই লেনদেনের সঙ্গে পরিবারের কোনও সদস্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল কি না। এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র তদন্তকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই কারণেই শুভরূপ মিত্রকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে হাজির হতে বলা হয়েছিল। এদিকে রাজনৈতিক শিবিরে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের আবহে এই তদন্তকে ঘিরেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির থেকে সরে গিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ‘ তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরই মদন মিত্র প্রকাশ্যে জানান, তদন্তে তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কোনও অজুহাত দেখিয়ে তদন্ত এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। প্রয়োজনে তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্র-সকলেই তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজির হবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটও আদালতে জমা পড়েছে। সেই চার্জশিটে সুজিত বসুর পাশাপাশি তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুর নামও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে মদন মিত্র ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তলবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশ। এখন তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে ইডির জিজ্ঞাসাবাদে কী তথ্য সামনে আসে এবং ২৯ জুলাই মদন মিত্রের হাজিরার পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রয়েছে।

স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ জুলাই ঃ রাজ্যের গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না বলে রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার গ্রাহকদের তিন মাস অন্তর বিলের পরিবর্তে প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন। বিধানসভায় আজ বিদ্যুৎ দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র সরকার গার্হস্থ্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করেনি। পশ্চিমবঙ্গেও কোনও গ্রাহককে বাধ্য করে স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। একই সঙ্গে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করতে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করেন তিনি। জানুয়ারি থেকে ত্রৈমাসিক বিলের পরিবর্তে মাসিক বিল দেওয়া হবে। গ্রামীণ এলাকায় নাইট মোবাইল ভ্যানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে কর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের অবসরের বয়স বাড়তে পারে

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ দেশের বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের অবসরের বয়স বৃদ্ধির পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল সুপ্রিম কোর্ট। সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের অবসরের বয়স বর্তমান ৬০ বছর থেকে ৬১ বছর করার সম্ভাবনা বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও হাই কোর্টের মধ্যে ঐকমত্য থাকা বাধ্যতামূলক বলে স্পষ্ট করেছে আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, যেখানে রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট হাই কোর্ট এই বিষয়ে একমত হবে, সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ১ এপ্রিল থেকে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ৬১ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখা যেতে পারে। তবে এটি আপাতত একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা এবং মামলার চূড়ান্ত রায়ের উপরই ভবিষ্যতের স্থায়ী সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে। এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি. মোহনের বেঞ্চ। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, বিচার বিভাগে অভিজ্ঞ আধিকারিকদের পরিষেবা আরও কিছুদিন কাজে লাগানোর বিষয়টি রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট হাই কোর্ট যৌথভাবে বিবেচনা করতে পারে। তাই প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নিজেদের হাই কোর্টের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত এরপর ৬-র পাতায়

রক্ত পাচার চক্রে তদন্তের পরিধি বাড়াল স্বাস্থ্য ভবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ রাজ্য থেকে বেআইনিভাবে রক্ত ও প্লাজমা পাচারের অভিযোগে তদন্ত আরও জোরদার করল স্বাস্থ্য ভবন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে এবার গোটা ঘটনার গভীরে পৌঁছতে আট সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, এই তদন্তের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সম্ভাব্য রক্ত পাচার চক্রের বিস্তার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং এই বেআইনি কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত থাকতে পারে, তা খতিয়ে দেখা। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক তদন্তে রাজ্যের অন্তত সাতটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের নাম উঠে এসেছে, যাদের বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে রক্ত পাচারের অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে তদন্তকারী আধিকারিকরা অভিযুক্ত সাতটি ব্লাড ব্যাঙ্কের মধ্যে চারটির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য, রক্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের রেকর্ড, রক্ত সরবরাহের হিসাব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাকি তিনটি ব্লাড ব্যাঙ্ককেও চলতি সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই নথিপত্র হাতে পাওয়ার পর সেগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, রক্ত ও প্লাজমা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিপুল পরিমাণ রক্ত বা প্লাজমা অন্য

রাজ্যে পাঠাতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল- এই দুই সংস্থার লিখিত অনুমতি বাধ্যতামূলক। অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির একাংশ এই নিয়ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনুমতি ছাড়াই ভিন রাজ্যে রক্ত ও প্লাজমা পাঠিয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যেই এই বেআইনি কারবার দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশের মতে, বিষয়টি শুধুমাত্র কয়েকটি ব্লাড ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে রাজ্যের ভিতরে এবং রাজ্যের বাইরেও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠনের যোগ থাকতে পারে। সেই সম্ভাবনাও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখবে নবগঠিত তদন্ত কমিটি। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আর্থিক লেনদেনের নথিও পরীক্ষা করা হতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগ পাওয়া মাত্রই কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চূ।ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে নিরপেক্ষ ও তথ্যভিত্তিক তদন্ত অপরিহার্য। সেই কারণেই ধাপে ধাপে সমস্ত নথি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণ মিললেই পরবর্তী প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।রাজ্যে রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই তদন্তকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে স্বাস্থ্য মহল। তদন্তে যদি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা, লাইসেন্স সংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর রয়েছে।

পার্ক স্ট্রিটে রাস্তা জুড়ে দোকানদারি নিয়ে সতর্ক করলেন পুরমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ জুলাই ঃফুটপাত দখল করে হকারের একাধিক দোকান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বুধবার সকালে গাড়ি থেকে নেমে হকারদের সতর্ক করেন, ফুটপাতের কিছুটা অংশ ছেড়ে দোকান করতে। একইসঙ্গে পুলিশকে সতর্ক করেন কোনও দোকান যেন ভাঙা না হয়।হকারদের সতর্ক করেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারা যেন তা ঠিক করে নেন। একইসঙ্গে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফুটপাতের একাংশে বসার আপাতত অনুমতি দিয়েছেন। উচ্ছেদ করতে নিষেধ করেছেন। হকারদের উদ্দেশ্যে পুরমন্ত্রী বলেন, মানুষদের কথাও ভাবা উচিত। ফুটপাত দখল হয়ে যাচ্ছে, মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। এমনটা চলতে পারে না। ফুটপাত মানুষের জন্য।

তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে তলব ইডি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলায় প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে তলব করল ইডি। আগামী সপ্তাহে প্রাক্তন সাংসদকে হাজিরা দিতে হবে, বুধবার তেমনই খবর মিলেছে ইডি সূত্রে। বর্তমানে কালীঘাট তৃণমূল-এর কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস।কালীঘাট-তৃণমূলের দাবি, গোটা বিষয়টিই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তাদের হিসেব সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গেই করা হয়েছে। এই তিন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে চেয়ে .কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। তবে কোর্ট গত সোমবার শুনানিতে জানিয়ে দেয়, ইডির ফ্রিজ করা তৃণমূলের অ্যাকাঙ্ট নিয়ে এই মুহূর্তে আদালত কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না। উল্লেখ্য, তারপরেই কালীঘাট তৃণমূল-এর বর্তমান কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তীকে তলব করল ইডি।

দুর্ঘটনার কবলে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর স্ত্রী, চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি,বর্ধমান, ২২ জুলাই ঃ দুর্ঘটনার কবলে রাজ্যের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর স্ত্রী মালতি টুডু। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। আহত অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন মালতি টুডু ও তাঁর গাড়ির চালক। জানা গিয়েছে, রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর স্ত্রী মালতি টুডু বুধবার সকালেই একটি গাড়ি করে বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া জেলায় তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। পূর্ব বর্ধমানের গলসির কাছে ১৯ নং জাতীয় সড়কে সারুল এলাকায় ফ্লাইওভারের উপরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।মন্ত্রীর স্ত্রীর গাড়ির চালক মঙ্গল মুর্মু জানান, বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক বেপরোয়া ভাবে প্রথমে একটি ভ্যানকে ধাক্কা মারে। তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি কোনোরকমে গাড়ির ব্রেক কষায় ব। বিপদ হয়নি। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। মালিত টুডুর মাথার সিটি স্ক্যান, এক্সরে করা হয়েছে। গাড়ির চালক মঙ্গল মুর্মুর হাতে আঘাত লেগেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

উত্তর মেসিডোনিয়ার জন্য আইটেক প্রশিক্ষণের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করবে ভারতঃরাষ্ট্রপতি

স্কোপজে, ২২ জুলাই ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, ভারত ও উত্তর ম্যাসেডোনিয়া অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে তাদের গভীর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে পুনরায় সুদৃঢ় করেছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ভারত উত্তর ম্যাসেডোনিয়ার জন্য আইটেক প্রশিক্ষণ আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ করবে এর মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক কোর্সও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গত মঙ্গলবার স্কোপজে-তে রাষ্ট্রপতি গোরদানা সিলজানভস্কা-দাভকোভার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর রাষ্ট্রপতি মুর্মু জানান, উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সামগ্রিক দিকগুলো পর্যালোচনা করেছে এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়াবলি নিয়ে

মতবিনিময় করেছে।রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত ও উত্তর ম্যাসেডোনিয়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হয়েছে। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) ও আইটি-নির্ভর পরিষেবা, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, জৈবপ্রযুক্তি, পর্যটন, আতিথেয়তা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের মতো ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়েও তারা সম্মত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, 'ইন্ডিয়া-নর্থ ম্যাসেডোনিয়া বিজনেস ফোরাম' অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।রাষ্ট্রপতি মুর্মু ভারতের নেতৃত্বে পরিচালিত বৈশ্বিক উদ্যোগ-যেমন ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স, কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স-এ যোগ দেওয়ার বিষয়ে উত্তর ম্যাসেডোনিয়ার আগ্রহকে স্বাগত জানান।সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, উভয় দেশ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সহযোগিতার সমঝোতা চুক্তিটি নবায়ন করবে, যেখানে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১ আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় হবে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানঃমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে রাজ্যের সমস্ত সাংবিধানিক ও আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সক্রিয় হয়ে কাজ শুরু করবে। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, বছরের পর বছর রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। এর ফলে সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং জবাবদিহির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।যে প্রতিষ্ঠানগুলির কথা মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মহিলা কমিশন, শিশু সুরক্ষা কমিশন, তফসিলি জাতি কমিশন, তফসিলি জনজাতি কমিশন, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন এবং তথ্য কমিশন। তিনি বলেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে কাজ শুরু করবে এবং নিজেদের অধিকারক্ষেত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করার পরই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার এই ধরনের কোনও ঘটনা বরদাস্ত করবে না এবং সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষকে কার্যকর ন্যায়বিচার ও অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। সমস্ত কমিশন ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

নিট নিয়ে আলোচনায় রাজি সরকার, অধ্যক্ষের কাছে শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ জুলাই ঃ নিট পরীক্ষা নিয়ে চলমান বিক্ষোভের মধ্যে অবশেষে লোকসভার অধিবেশনে নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়ে বিতর্কসভায় রাজি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই আবহে বুধবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেঃদ্র প্রধান। সর্বদলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ওই বিতর্কসভার আয়োজন করা হবে। তার জন্য দিন-ক্ষণ স্থির করতে স্পিকারের কাছে সরকারের তরফে আর্জি জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, নিট

পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ এনে ককরোচ জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস-সহ অন্যান্য দল বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিট নিয়ে আলোচনায় সরকার প্রস্তুত রয়েছে।

বাঁকুড়ায় সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকে আগুন

বাঁকুড়া, ২২ জুলাই ঃ বুধবার বাঁকুড়ার পুয়াবাগান এলাকায় সিএনজি সিলিন্ডার বোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকে হঠাই আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। আগুনে কয়েকটি বাইক ভস্মীভূত হলেও, হতাহতের কোনও খবর নেই।এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ট্রাকটি বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ার দিকে যাচ্ছিল। পুয়াবাগান মোড় সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই চলন্ত ট্রাকটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ট্রাকের আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে

রাহুল গান্ধীর গ্রেফতারি গণতন্ত্রবিরোধী, নিট বন্ধ করতে শিক্ষা বিষয়কে রাজ্য তালিকায় ফেরানো হোকঃবিজয়

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ২২ জুলাইঃ নিট পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের প্রতিবাদে দিল্লিতে আঃেদালনরত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা তামিলগা ভেত্রি কাজাগম (টিভিকে)-এর প্রধান বিজয়। তিনি এই ঘটনাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছাত্র ও যুবকদের কণ্ঠরোধ না করে তাঁদের উদ্বেগের সমাধান করা।উল্লেখ্য, নিট পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের প্রতিবাদে ২০ জুলাই থেকে দিল্লির যন্তর-মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মীরা লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া এবং লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার পর ছাত্রদের সমর্থনে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ কংগ্রেসের একাধিক নেতা। এরপর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনার পর বিভিন্ন বিরোধী দল কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে।এই পরিস্থিতিতে নিজের দল টিভিকে-র এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বলেন, নিট পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত যুবকদের সমর্থনে যাওয়া রাহুল গান্ধী-সহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের গ্রেফতারি গণতন্ত্রবিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ নিন্দনীয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দিল্লির ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সংসদ চত্বরে বিরোধী দলগুলির আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচিকে টিভিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে বলেও জানান বিজয়।বিজয় বলেন, নিট পরীক্ষা নিয়ে তাঁর দলের অবস্থান শুরু থেকেই স্পষ্ট এবং অনড়। তাঁর মতে, এই পরীক্ষা ব্যবস্থা পড়ুয়া এবং তাঁদের পরিবারের উপর অপ্রয়োজনীয় মানসিক ও সামাজিক চাপ তৈরি করে। রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়া বা মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার পরিবর্তে এই সমস্যার একটি সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক সমাধান খোঁজা প্রয়োজন বলেও তিনি জানান।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিটের মতো কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করতে হলে শিক্ষা বিষয়কে ফের রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিজয়ের মতে, এটাই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান। যদি তাক্ষণিকভাবে তা সম্ভব না হয় এবং কোনও সাংবিধানিক বা আইনি বাধা থাকে, তাহলে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে একটি বিশেষ সমবর্তী তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষা ও চিকিৎসা শিক্ষার মতো বিষয়ে রাজ্যগুলিকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব হবে।তিনি বলেন, শিক্ষা এবং চিকিৎসা শিক্ষার মতো বিষয়ে রাজ্যগুলির পূর্ণ অধিকার থাকলে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি তৈরি করা সম্ভব হবে এবং পড়ুয়াদের স্বার্থ আরও ভালোভাবে সুরক্ষিত করা যাবে। বিজয়ের দাবি, দল প্রতিষ্ঠার সময় আয়োজিত শিক্ষা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও এই বিষয়ে তাঁদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের আবেগকে সম্মান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বলেন, দেশজুড়ে যে দাবি উঠছে, তাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।

তৃতীয় দিনেও ব্যাহত সংসদের কাজকর্ম, দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ জুলাইঃ সংসদের বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিনেও বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলে ব্যাহত হলো লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। ব্যাপক হৈচৈয়ের জন্য সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা এবং পরে দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন।সভার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী দলের সাংসদরা

হট্টগোল করেন। তুমুল হৈচৈয়ে জন্য প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, শান্তি ফেরেনি, তাই দু'টো পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। এদিন সংসদ চত্বরে মকর দ্বারেও বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা।

তৃণমূলে ভাঙনের পর বদলালো একুশে জুলাইয়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ২১ জুলাইয়ের 'শহীদ দিবস' এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রাজনৈতিক আবহে পালিত হলো। তৃণমূল কংগ্রেসে সাম্প্রতিক বিভাজনের পর এই প্রথম কলকাতায় একটি একক বিশাল শক্তিপ্রদর্শনের পরিবর্তে তিনটি পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। অতীতে ২১ জুলাই উপলক্ষে মধ্য কলকাতায় যে উপচে পড়া জনাধিক্য দেখা যেত, এবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি ফলে শহরের স্বাভাবিক জনজীবন ছিল অনেকটাই ছন্দবদ্ধ।এবারের ২১ জুলাইয়ের রাজনৈতিক চিত্রটি মূলত তিনটি ধারাতেই বিভক্ত হয়ে পা।ছিল। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের (তারামণ্ডল) কাছে মূল কর্মসূচি পরিচালনা করে 'কালীঘাট তৃণমূল' অর্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী। অন্যদিকে, মেয়ো রোড সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সমান্তরাল সভা আয়োজন করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দল। পাশাপাশি, কংগ্রেস শহীদ মিনারের সামনে তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালন করে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় আশাব্যঞ্জক ভিড় হলেও মেয়ো রোডে ঋতব্রত

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবেশে উপস্থিতি ছিল প্রত্যাশার চেয়ে কম। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দল ভাঙলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এখনও বড় জনসভা টানার ক্ষমতা এককভাবে রাখেন, এই সমাবেশ তারই ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে, শহরজুড়ে ভারী যানজট না থাকা এবং গণপরিবহন স্বাভাবিক থাকায় সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়নি।মেয়ো রোডের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা আক্রমণ শানান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, শহীদ দিবস কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বা ফ্যাশন শো নয়। বহু বছর ধরে মূল মঞ্চে বহিরাগতদের জায়গা দেওয়া হলেও দল গড়ে তোলা একদম নিচুতলার কর্মীরা অবহেলিত থেকেছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁদের সমাবেশে আসার পথে একাধিক এলাকায় বিজেপি সমর্থকরা কর্মীদের বাধা দিয়েছে এবং মহেশতলায় বাস আটকে দেওয়া হয়েছে, যার বিরুদ্ধে তাঁরা আইনি পদক্ষেপ করবেন। এছাড়া, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ এবং দলের আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও তোলেন তিনি।একই মঞ্চ থেকে প্রবীণ নেতা মদন মিত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীত অবদানের প্রশংসা করলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে দলের সম্পদের অপব্যবহার হয়েছে এবং সংগঠন দুর্বল হয়েছে। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের নিচুতলার কর্মীদের পাশে এসে দাঁ।নোর আহ্বান জানান।এদিকে নিজের বক্তৃতা শেষ করেই ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে নেমে সটান বাড়ি চলে গেলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শোনার জন্যও অপেক্ষা করলেন না। কালীঘাটপন্থীদের একটি সূত্র বলছে, নেত্রী সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করার নির্দেশ দিলেও কানে তোলেননি শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ।উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের এই আড়াআড়ি বিভাজন ঘটে। অধিকাংশ সাংসদ নবগঠিত এনসিপিআই-এ যোগ দিয়ে কেন্দ্রে এনডিএ সরকারকে সমর্থন জানানোর পর বর্তমানে রাজ্যে একদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে মমতা-অভিষেকের নেতৃত্বাধীন 'কালীঘাট তৃণমূল' সক্রিয় রয়েছে।

ম্যানিলায় চিনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ডঃ এস জয়শঙ্করের

ম্যানিলা, ২২ জুলাই ঃ ফিলিপিন্সের ম্যানিলায .চিনের পলিটব্যুরো সদস্য ও বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৈঠকে জয়শঙ্কর বলেন, আপনার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষা করতে পেরে আমি আনন্দিত। আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামে আমাদের অংশগ্রহণ কেবল সম্মিলিতভাবে মতবিনিময়ের সুযোগই করে দেয় না, বরং এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি আয়োজনেরও সুযোগ করে দেয়।এর আগে এক বছর আগে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং আপনি সম্প্রতি ভারত সফর করেছেন। আজকের এই বৈঠকটি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।জয়শঙ্কর আরও বলেন, ২০২৪ সালের অক্টোবরে কাজানে আমাদের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকের পর থেকে ভারত ও চিনের মধ্যকার সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। গত আগস্টে তিয়ানজিনে তাঁদের সাক্ষাতের সময় এই ইতিবাচক ধারাটি আরও সুদৃঢ় হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক স্বার্থ এবং একে অপরের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ভিত্তিতেই একটি স্থিতিশীল ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। এই ধরনের সম্পর্ক একটি বহু-মেরু এশিয়া এবং বহু-মেরু বিশ্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।জয়শঙ্কর আরও বলেন, স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্য সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অপরিহার্য। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে উভয় পক্ষই এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের নিরন্তর মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলিকে পূর্ণ সমর্থন ও জোরালোভাবে উৎসাহিত করতে হবে। দুটি বৃহ ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র এবং নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে ভারত ও চিনের নিজস্ব কিছু স্বার্থ থাকাটাই স্বাভাবিক। ঠিক এ কারণেই আমাদের নেতারা একমত হয়েছিলেন, মতপার্থক্য যেন বিবাদে রূপ না নেয়। কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সেগুলোকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

টানা বৃষ্টিতে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত, বাড়ছে ধসের ঘটনা

জম্মু, ২২ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ডোডা জেলার ভালেসায় আবারও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে ফুলে-ফেঁপে ওঠা নদী ও নালাগুলোর জন্য ঘরবাড়ি, ফসল ও কৃষিজমির ক্ষতি হয়েছে। হড়পা বান, মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ভূমিধসের ঘটনা অব্যাহত থাকায় ডোডা ও কিশতওয়ার প্রশাসন জনসাধারণকে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত উঁচু স্থান, ভূমিধস-প্রবণ এলাকা এবং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলো এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে।বুধবার সকালে ভারী বৃষ্টিপাতের পর রামবানের পাহাড়গুলি ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় এর ফলে এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি হয় এবং তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। অবিরাম বৃষ্টির ফলে আশপাশের পাহা।গুলো কুয়াশাচ্ছন্ন এক রূপ ধারণ করেছে এবং শীতল আবহাওয়া সাম্প্রতিক উষ্ণতা থেকে স্বস্তি এনে দিয়েছে। নিচু মেঘ ও ঘন কুয়াশার কারণে বেশ কিছু এলাকায় দৃশ্যমানতা কমে গেলেও, তা জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

লোককল্যাণ মার্গে ধর্নার প্রেক্ষিতে রাহুলকে তোপ রবিশঙ্করের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ জুলাই ঃ লোককল্যাণ মার্গে ধর্নার প্রেক্ষিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। বুধবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, ভারতের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এটি সত্যিই একটি লজ্জাজনক দিন। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের গেটের সামনে জোরপূর্বক ও অনুমতি ছাড়াই প্রতিবাদে বসেছিলেন। তাঁর বাবা, ঠাকুমা এবং প্রপিতামহ-সকলেই

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অবগত, তা সত্ত্বেও তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেছেন। আমি এর নিন্দা জানাই।

সারা দেশে ১৬২টি বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ জুলাই ঃ বর্তমানে সারা দেশে ১৬২টি বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে। বুধবার লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে রেলওয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে নকশা করা ও নির্মিত বন্দে ভারত ট্রেন চালু করেছে।রেলমন্ত্রী জানান, দূরপাল্লার যাত্রার জন্য বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের নকশা ও উন্নয়ন সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপনের পাশাপাশি যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করাই এই ট্রেনগুলোর মূল লক্ষ্য। এছাড়া বৈষ্ণব জানান, হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে চলাচলকারী প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবাটি চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে নিয়মিতভাবে চালু হয়েছে।

জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকে রাজি সিজেপি, তবে নিরপেক্ষ স্থানে আলোচনার প্রস্তাব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব পেয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। দলের প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস বুধবার জানান, সকালে পুলিশ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানায় যে জেপি নাড্ডা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চান। সৌরভ দাস বলেন, 'আমরা কারও অফিসে যাব না। তবে যন্তর-মন্তরের কাছে কোনও নিরপেক্ষ স্থানে বৈঠক করা যেতে পারে।''তিনি জানান, আলোচনার জন্য সিজেপি নিরপেক্ষ স্থানেই বৈঠকে বসতে আগ্রহী।প্রসঙ্গত, ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে দিল্লির যন্তর-মন্তরে সিজেপির আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি, নিট-সহ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় অনিয়ম এবং

প্রশ্নফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিল্লির যন্তর-মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র আন্দোলন চলছে। ২০ জুলাই সংসদ ভবন অভিযানের সময় পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব এসেছে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য বিশেষ এবং ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। নিজের দায়িত্ব ও লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী থাকুন, কারণ সঠিক পরিকল্পনা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি নিজেকে উদ্যমী ও অনুপ্রাণিত অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন সুযোগের সন্ধান করতে উসাহিত করবে। শুভদিন।
বৃষঃ আজ আর্থিক বিষযে. সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। বড় ধরনের বিনিয়োগের আগে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং মানসিক তৃপ্তি মিলবে। অর্থ ব্যয়।
মিথুনঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। অর্থ বয়।
কর্কটঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহূর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে এমন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার পক্ষে ভালো সময়।।
সিংহ ঃ আজ ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনন্দ নিয়ে আসতে পারে। পরিবারের সদস্যরা আপনার সিদ্ধান্তে সমর্থন জানাবেন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেবেন। ।
কন্যাঃআজকের দিনটি অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচক শক্তির প্রতীক। পেশাগত লক্ষ্যগুলির ওপর মনোযোগ দিন, কারণ আপনার পরিশ্রমের ফল মিলতে শুরু করবে।
তুলাঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন, আজ আপনি এই জিনিসটি ভালভাবে বুঝতে পারবেন। বিবাহের যোগ।
বৃশ্চিকঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
ধনুঃআজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলিতে উষ্ণতা ও মানসিক স্বস্তি বাড়তে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করবেন। প্রেমের সম্পর্কে খোলামেলা যোগাযোগ আবেগের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কুম্ভঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আপনি অন্যদের উপর ব্যয় করতে পছন্দ করেন। প্রেম আসে।
মীনঃ বাচ্চারা আপনার পছ ন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। সংসারে শান্তি।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আরও কিছু দিন বৃষ্টি চলবে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্ত বর্ষণে ভিজবে কলকাতা ও শহরতলি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যু-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পাশাপাশি বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। বুধবার সকালে শহর ও শহরতলির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, হালকা বৃষ্টিও হয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের অন্য একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলির কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি সত্ত্বেও তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের দেখা যাচ্ছে না। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, মঙ্গলবার থেকেই সমগ্র উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৯শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০১মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে হতে পারে।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. Initial Public Offer of equity shares on the SME platform of BSE Limited in compliance with Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

SOTEFIN BHARAT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS SOTEFIN BHARAT PRIVATE LIMITED)

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: U29221WB2012PLC175825

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED ("BSE SME")

Our Company was originally incorporated as 'Pisa- Sotefin Parking Private Limited' as private limited company in Kolkata under the provisions of the Companies, Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 16, 2012, issued by Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. The name of the company was changed to 'Sotefin Parking Private Limited' pursuant to a special resolution dated October 21, 2016. A fresh certificate of incorporation consequent upon name change was granted to the Company on November 17, 2016. The name of the Company was further changed to Sotefin Bharat Private Limited pursuant to a special resolution dated December 12, 2024. A fresh certificate of incorporation consequent upon name change was granted to the Company on January 1, 2025. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at an Annual General Meeting held on September 26, 2025, and the name of our Company was changed to "Sotefin Bharat Limited". A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from Private Limited Company to Public Limited Company dated November 28, 2025, was issued by the Central Processing Centre. The Corporate Identification Number of our company is U29221WB2012PLC175825. For change in registered office and other details please, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 234 of the Prospectus.

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

Registered Office: 72/B, Barakhola Kalikapur, Kolkata, West Bengal, India, 700099. **Website:** www.sotefinbharat.com; **E-Mail:** bdas@sotefinbharat.com; **Telephone No:** +91 82 8299 9547; **Company Secretary and Compliance Officer:** Biswajit Das

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ARUP CHOUDHURI, JIGNESH PRAVINCHANDRA SANGHAVI AND PISA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

OUR COMPANY HAS FILED THE PROSPECTUS DATED July 21, 2026 WITH THE ROC ON TUESDAY, JULY 21, 2026 AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") AND THE TRADING IS EXPECTED TO COMMENCE ON THURSDAY, JULY 23, 2026.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 48,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SOTEFIN BHARAT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SOTEFIN BHARAT PRIVATE LIMITED), ("SOTEFIN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹187/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹177/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹8,976.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹187/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹177/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹448.80 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 45,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹187/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹177/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹8,527.20 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.42% AND 25.11%, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10 EACH.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH | ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE IS ₹187 PER EQUITY SHARE

THE ISSUE PRICE IS ₹187 PER EQUITY SHARE | THE ISSUE PRICE IS 18.70 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

The Price to Earnings Ratio ("P/E") based on Diluted EPS For Fiscal 2025 for the Company at the Upper end of Price Band is 13.97 Times and at the Lower end of the Price band is 13.29 Times.

BID/ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BID/ISSUE PERIOD OPENED AND CLOSED ON: WEDNESDAY, JULY 15, 2026 | BID/ISSUE OPENED ON: THURSDAY, JULY 16, 2026 | BID/ISSUE CLOSED ON: MONDAY, JULY 20, 2026

**Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE.*

RISK TO INVESTORS

1. **We leverage technology and source critical patented parking robot from Sotefin SA, Switzerland and have limited proprietary intellectual property. Any disruption in this supply arrangement could materially adversely affect our business, financial condition, results of operations, and prospects.**
2. **Our revenue from operations is highly concentrated, with our top ten customers contributing 91.77%, 84.85% and 87.30% for the financial years ended March 31, 2026, March 31, 2025, and March 31, 2024, respectively. Accordingly, our business is significantly dependent on a limited number of key customers, and any loss of, or reduction in orders from, such customers may adversely affect our business, results of operations and financial condition.**
3. **Our revenue is generated from projects undertaken with Government agencies. Such project / contracts is awarded on the basis of certain pre-qualification criteria and competitive selection process and are usually in a standard form, restricting our ability to negotiate the terms and conditions. Any change in the Government policies or focus and/or we are unable to recover payments in a timely manner, would adversely affect our business and result of operations.**
4. **We depend on third-party suppliers for raw materials and components, and any disruption in supply, price volatility, or quality issues could adversely affect our operations. Additionally, any latent defects in our products may increase our after-sales costs or result in losses due to product replacements or recalls.**
5. **We face risks related to project execution delays, and our contracts generally incorporate liquidated damages and penalty clauses which could result in significant liabilities if we fail to meet contractual timelines.**
6. **The successful installation and operation of our parking systems depend on clients fulfilling specific preparatory works and infrastructure requirements, and any delays or inadequacies in client-side responsibilities could adversely affect our project execution and revenue recognition.**
7. **We operate in a highly competitive and fragmented industry with low barriers to entry, and intense competition could result in pricing pressures, loss of market share, and reduced profitability.**
8. **Our Company experienced negative cash flows from operating activities during and the financial year ended March 31, 2026. Sustained negative cash flow could adversely impact our business, financial condition and results of operations.**
9. **Our execution track record and scale are limited compared to global players, which could affect our ability to compete for large, complex projects and expand internationally.**
10. **We have obtained ISO 9001:2015 certification; however, failure to maintain such certification may adversely affect our business.**

PROPOSED LISTING: THURSDAY, JULY 23, 2026.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", the "**QIB Portion**"), provided that our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which of which 40% shall be reserved in the following manner (i) 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds; and (ii) 6.67% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds and life insurance companies and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders wherein (a) one third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs; (b) two third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than ₹10 lakhs; and (c) any unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to Applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors; and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of IBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** on page 336 of the Prospectus.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue (Including Anchor Investors Portion) received 6108 Applications for Equity Shares (prior to rejections) resulting in 3.11 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under:

Detail of the Applications Received from various categories including market maker are as under:

Sr. No	Category	No. of Applications received	No. of Equity Shares applied	No. of Equity Shares reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
1	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchor Investors)	18.00	2,572,800.00	912,000.00	2.82	481,113,600.00
2	Non-Institutional Investors -More than 2 Lakhs Upto 10 Lakhs	421.00	841,800.00	228,000.00	3.69	157,416,600.00
3	Non-Institutional Investors -Above 10 Lakhs	590.00	3,325,800.00	456,000.00	7.29	621,924,600.00
4	Individual Investors	5,063.00	6,075,600.00	1,596,000.00	3.81	1,136,137,200.00
5	Anchor Investors	15.00	1,853,400.00	1,368,000.00	1.35	346,585,800.00
6	Market Maker	1.00	240,000.00	240,000.00	1.00	44,880,000.00
	Total	**6,108.00**	**14,909,400.00**	**4,800,000.00**	**3.11**	**2,788,057,800.00**

Final Demand

A summary of final demand (prior to any rejections) as per BSE as on the Bid/Issue Closing Date at different prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	178.00	1,46,400.00	0.67	1,46,400.00	0.67
2	179.00	13,200.00	0.06	1,59,600.00	0.73
3	180.00	51,600.00	0.24	2,11,200.00	0.97
4	181.00	10,200.00	0.05	2,21,400.00	1.02
5	182.00	4,800.00	0.02	2,26,200.00	1.04
6	183.00	4,800.00	0.02	2,31,000.00	1.06
7	184.00	4,800.00	0.02	2,35,800.00	1.08
8	185.00	24,600.00	0.11	2,60,400.00	1.19
9	186.00	36,600.00	0.17	2,97,000.00	1.36
10	187.00	2,14,95,000.00	98.64	2,17,92,000.00	100.00
		2,17,92,000.00	**100.00**		

The basis of allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE SME on July 21, 2026.

a) Allotment to Individual Investors (After Rejections & Withdrawal):

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹187/- per Equity Share, was finalized in consultation with SME PLATFORM OF BSE LIMITED. The category was subscribed by 3.72 times i.e., for 59,30,400 Equity Shares. The total number of Equity Shares allotted in this category is 1596000 Equity Shares to 1330 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
							Before Rounding off	After Rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1,200	4,942	100	59,30,400	100.00	15,96,000	322.9462	1,200	1,330	4,942	1,330	100.00	15,96,000	100.00	0
Grand Total		**4942**	**100**	**59,30,400**	**100**	**15,96,000**	**322.9462**	**1,200**	**1,330**	**4,942**	**1,330**	**100.00**	**15,96,000**	**100.00**	**0**

b) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹2 lakhs Up to ₹10 lakhs) (After Technical Rejections & Withdrawal):

The Basis of Allotment to Non-Institutional Investors, who have bid at cut off or at the Issue price of ₹187 per Equity Share, was finalized in consultation with SME PLATFORM OF BSE LIMITED. The category was subscribed by 3.63 times i.e., for 828000 Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 228000 Equity Shares to 126 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each Non-Institutional Investors	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
							Before Rounding off	After Rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1800	324	78.26	583200	70.43	178435	550.7253	1800	99	324	99	78.57	178200	78.16	-235
2	2400	72	17.39	172800	20.87	39652	550.7222	1800	22	72	22	17.46	39600	17.37	-52
3	3000	3	0.72	9000	1.09	1652	550.6667	1800	1	3	1	0.79	1800	0.79	148
4	3600	7	1.69	25200	3.04	3855	550.7143	1800	2	7	2	1.59	3600	1.58	-255
5	4200	1	0.24	4200	0.51	551	551.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-551
6	4800	7	1.69	33600	4.06	3855	550.7143	1800	2	7	2	1.59	3600	1.58	-255
7	1200 Additional share will be allotted to successful allotees from Sr no. 2 to 6 = 1200 shares in ratio of 2:27								2	27				2	27
GRAND TOTAL		**414**	**100.00**	**828000**	**100.00**	**228000**					**126**	**100.00**	**228000**	**100.00**	**0**

c) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹10 lakhs) (After Technical Rejections & Withdrawal):

The Basis of Allotment to Non-Institutional Investors, who have bid at cut off or at the Issue price of ₹187 per Equity Share, was finalized in consultation with SME PLATFORM OF BSE LIMITED. The category was subscribed by 7.28 times i.e., for 33,20,400 Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 456000 Equity Shares to 253 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each Non-Institutional Investors	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
							Before Rounding off	After Rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	5400	569	96.61	3072600	92.54	440516	774.1933	1800	245	569	245	96.84	441000	96.71	484
2	6000	8	1.36	48000	1.45	6194	774.2500	1800	3	8	3	1.19	5400	1.18	-794
3	7200	3	0.51	21600	0.65	2323	774.3333	1800	1	3	1	0.40	1800	0.39	-523
4	8400	1	0.17	8400	0.25	774	774.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-774
5	10200	2	0.34	20400	0.61	1549	774.5000	1800	1	2	1	0.40	1800	0.39	251
6	12000	1	0.17	12000	0.36	774	774.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-774
7	15600	1	0.17	15600	0.47	774	774.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-774
8	20400	1	0.17	20400	0.61	774	774.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-774
9	21600	1	0.17	21600	0.65	774	774.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-774
10	25800	1	0.17	25800	0.78	774	774.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-774
11	54000	1	0.17	54000	1.63	774	774.0000	1800	0	0	0	0.00	0	0.00	-774
12	5400 share will be allotted to unsuccessful allotees from Sr no. 4 to 11 (except Sr. No. 5) = 5400 shares in ratio of 3:7								3	7	3	1.19	5400	1.18	5400
13	600 Additional share will be allotted to all successful allotees from Sr no. 1 to 11 = 600 shares in ratio of 1:253								1	253		0.00	600	0.13	600
GRAND TOTAL		**589**	**100.00**	**3320400**	**100.00**	**456000**					**253**	**100.00**	**456000**	**100.00**	**0.00**

d) Allocation to Anchor Investors (After Rejections & Withdrawal):

The Company in consultation with BRLM has allocated 13,68,000 Shares to 15 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹187 per Equity Share in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	VC'S	TOTAL
ANCHOR	NIL	NIL	NIL	55,200	8,01,000	5,11,800	NIL	**13,68,000**

e) Allocation to Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Investors) (After Technical Rejections & Withdrawal):

The Basis of Allotment to Qualified Institutional Buyers, at the Issue price of ₹187 per Equity Share, was finalized in consultation with SME PLATFORM OF BSE LIMITED. The category was subscribed by 2.82 times i.e., for 2572800 Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 912000 Equity Shares to 18 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each Qualified Institutional Buyers - Mutual Fund & Others	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
							Before Rounding off	After Rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	18000	1	5.56	18000	0.70	6380	6381	6600	1	1	1	5.56	6600	0.72	220
2	19200	1	5.56	19200	0.75	6806	6806	6600	1	1	1	5.56	6600	0.72	-206
3	43200	1	5.56	43200	1.68	15313	15313	15000	1	1	1	5.56	15000	1.64	-313
4	53400	2	11.11	106800	4.15	37858	18929	18600	1	1	2	11.11	37200	4.08	-658
	53400		0.00		0.00			600	1	2		0.00	600	0.07	600
5	54000	3	16.67	162000	6.30	57425	19141.67	19200	1	1	3	16.67	57600	6.32	175
6	69000	1	5.56	69000	2.68	24459	24459	24600	1	1	1	5.56	24600	2.70	141
7	102000	1	5.56	102000	3.96	36157	36157	36000	1	1	1	5.56	36000	3.95	-157
8	106800	1	5.56	106800	4.15	37858	37858	37800	1	1	1	5.56	37800	4.14	-58
9	126000	1	5.56	126000	4.90	44664	44664	44400	1	1	1	5.56	44400	4.87	-264
10	160200	1	5.56	160200	6.23	56788	56787	57000	1	1	1	5.56	57000	6.25	212
11	214200	1	5.56	214200	8.33	75929	75929	76200	1	1	1	5.56	76200	8.36	271
12	267000	1	5.56	267000	10.38	94646	94646	94800	1	1	1	5.56	94800	10.39	154
13	270000	1	5.56	270000	10.49	95709	95709	95400	1	1	1	5.56	95400	10.46	-309
14	373800	1	5.56	373800	14.53	132504	132504	132600	1	1	1	5.56	132600	14.54	96
GRAND TOTAL		**18**	**100.00**	**2572800**	**100.00**	**912000**					**18**	**100.00**	**912000**	**100.00**	**0**

f) Allocation to Market Maker (After Rejection & Withdrawal):

The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue price of ₹187 per Equity Share, was finalized in consultation with SME PLATFORM OF BSE LIMITED. The category was subscribed 1 time i.e., for 2,40,000 Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 2,40,000 Equity Shares to 1 successful applicant.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
							Before Rounding off	After Rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	240000	1	100.00	240000	100.00	240000	240000	240000	1	1	1	100.00	240000	100.00	0
Grand Total		**1**	**100.00**	**240000**	**100.00**	**240000**					**1**	**100.00**	**240000**	**100.00**	**0**

The IPO Committee of our Company at its meeting held on Tuesday, July 21, 2026 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being SME PLATFORM OF BSE LIMITED and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or about Wednesday, July 22, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in process of obtaining the listing and trading approval from SME PLATFORM OF BSE LIMITED and the trading of the Equity Shares is expected to commence on or about Thursday July 23, 2026.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated July 21,2026 filed with the ROC, Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata on July 21, 2026.

INVESTOR PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at website: www.bigshareonline.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where he Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

Bigshare Services Private Limited
Address: S6-2. 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India.
Tel No.: 022-62638200; **Email:** ipo@bigshareonline.com; **Website:** www.bigshareonline.com; **Investor Grievance ID:** investor@bigshareonline.com;
Contact Person: Babu Rapheal C.; **SEBI Registration No:** INR000001385

On behalf of Board of Directors
SOTEFIN BHARAT LIMITED *(Formerly known as Sotefin Bharat Private Limited)*
Sd/-
Arup Choudhuri
Chairman and Managing Director

Place : Kolkata, West Bengal
Date : July 22, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKENTO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SOTEFIN BHARAT LIMITED *(Formerly known as Sotefin Bharat Private Limited).*

Disclaimer: SOTEFIN BHARAT LIMITED (Formerly known as Sotefin Bharat Private Limited) has filed a Prospectus dated July 21, 2026 with the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. The Prospectus shall be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking, the website of the BSE LIMITED i.e. www.bsesme.com and the website of the Issuer Company at www.sotefinbharat.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see ***"Risk Factors"*** on page 22 of the Prospectus. The Equity Shares issued in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold outside the United States in offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those issue and sales occur. There will be no public issuing in the U.S.

KIRIN

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ৬ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বাংলার কিশোর বিপ্লবী

দরজায় ভারী বুটের সপাটে লাথি আর পরমুহূর্তেই সার্চলাইটের প্রখর আলো এসে পড়ল চাদর জড়ানো এক তরুণের মুখে। ঘুম ভাঙতেই বুঝেছিলেন, যার জন্য এতদিন প্রস্তুত ছিলেন, সেই চূড়ান্ত প্রহর এসে উপস্থিত। সে বিচলিত নয়, বরং একটা নিভৃত আনন্দ সারা শরীরে জ্বলজ্বল করছে। পরাধীন ভারতের ফরিদপুরের এক সুন্দর আলোছায়া মাখা সবুজ গ্রামে ২১ সে জুলাই ১৯০৯ সালে জন্ম নেওয়া ছোট্ট বালক কীভাবে যে অগ্নিযুগের সেনানী হয়ে উঠেছিল, তা এক বিস্ময়। শৈশব পার হতে না হতেই চারপাশের পরাধীনতার গ্লানি নিবেদিতপ্রাণ কিশোরের রক্তে বিপ্লবের বীজ বুনে দিয়েছিল। সাধারণ পড়াশোনার বইয়ের পাতায় মন না বসে, মন কেবল সন্ধান করত দেশমায়ের শৃঙ্খলমুক্তির উপায়ের। অগ্নিযুগের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার যজ্ঞে। ব্রিটিশ শাসকের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করে একের পর এক দুঃসাহসিক গোপন অভিযানে অংশ নেওয়া শুরু হলো। ১৯৩২ সালের ১৪ মার্চ চরমুগুরিয়া মেল ব্যাগ দখলের এক ঝোড়ো অভিযানে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। ডাক বহনকারী ব্যাগ দখলের সময় পোস্ট অফিসের এক কর্মী তাঁকে জাপটে ধরে আটকে ফেলে, তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁকে আঘাত হানেন, মৃত্যু হয় পোস্টকর্মীর। বারবার বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাত কাঁপেনি কোনোদিন, পিছিয়ে আসেননি মৃত্যুর নিশ্চিত ডাক পেয়েও। অবশেষে এক সশস্ত্র অভিযানের পর বন্দি হতে হলো। জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল তাঁর উপরেও। বিপ্লবী অথচ অত্যাচার সহেনি এমন হয়নি, অন্ধকার সেলে বন্দি হয়নি এমনটাও বিপ্লবী জীবনে নেই, পুলিশের লাঠির সামনে, বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেয়নি এমন বিপ্লবী হয় না, আজও তার ব্যতিক্রম নয়, ২২ বছরের নির্ভিক কিশোরের মুখেও অগ্নুদগার, ভয়ের লেশমাত্র নেই, অদম্য এই মনকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে এমন কোনো নির্যাতন পৃথিবীতে তৈরী হয়নি। বারবার অন্ধকার হয়ে যেত সব। তখন সকাল ১০ টা কি ১১ টা হবে, বর্বর বিচারপতি রায় দিলো মৃত্যুদণ্ড। আদালতে আর কেউ সেই আনন্দের হাসি দেখেছিলো কি না জানি না, তবে একটা তরুণ প্রাণ ভীষণ সাহসী হাসি হেসেছিল। লোকচক্ষুর আড়ালেই হয়ত সেই হাসির দীপ্ত শব্দ আজও শোনা যায় ভারতের স্বাধীন পতাকার পবিত্র হাসিতে। যুবকটি যেন অপেক্ষা করছে তার মোক্ষ প্রাপ্তির, এইতো জীবন! চুপচাপ কোনো আবেদন ছাড়াই, আসলে আসতে নিভে যাচ্ছে উজ্জ্বল প্রদীপ খানি। সাল ১৯৩২, ২২ সে আগস্ট, ভোরের পাখিরা জেগে উঠেছে, ওরা কি জানে আজ উৎসবের দিন! হয়তো জানে যে হাসিমুখে ফাঁসিকাঠের দিকে হেঁটে যাচ্ছে একটি পাতলা সাদা পোশাকধারী ২৩ বছরের তরুণ। স্বাধীনতা রক্ত চায়, স্বাধীনতা বলিদান খোঁজে, ১৮ নাকি ২২ তাতে স্বাধীনতার কি এসে যায়, স্বাধীনতা কেবল বলিদান চায়। তাঁর জন্মদিন, আমরা ভুলে যাইনি তাঁকে, তার বলিদানকে, বুকের মাঝে আজও তাঁর উজ্জ্বল ছবি। জয় হিন্দ হে অমর আত্মা তোমায় শতশত প্রণাম।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে ভারতের বিপ্লবীদের একটা গোপন যোগাযোগ ছিল। সেই গোপন যোগাযোগের ওপরে ভিত্তি করে ভারতের সর্বত্র সশস্ত্র সংগ্রাম করার চেষ্টা করতে থাকে বিপ্লবীরা। অরবিন্দ যখন গ্রেফতার হলেন এবং তিনি পণ্ডিচেরী চলে গেলেন তারপরেও কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন থেমে থাকেনি। ভারতের বিল্লবীরা অরবিন্দ দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে পরবর্তীকালে আরও ব্যাপক আকারে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিল। মেদিনীপুর, চন্দননগর থেকে শুরু করে চট্টগ্রামেও দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করার ইচ্ছা বিপ্লবীদের। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চালর্স টেগার্ট কম চেষ্টা করেননি। তাঁর ওপরে বেশ কয়েকবার আক্রমণ করেছিল বিপল্লবীরা। মাত্র আঠারো বছর বয়সে ব্রিটিশের ফাঁসির দড়িকে নির্ভয়ে বরণ করেছিলেন ভারতের এক বিস্মৃত বীর সন্তান; শঙ্কর মহালে। যে বয়সে একজন তরুণের চোখে থাকে ভবিষ্যতের অসংখ্য স্বপ্ন, সেই বয়সেই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য। ১৯২৫ সালের ১৮ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জন্মগ্রহণ করেন শঙ্কর মহালে। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আহ্বানে শুরু হওয়া ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। আন্দোলনের সময় তাঁর বাবা দজিবা মহালে পুলিশের গুলিতে নিহত হলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। ১৩ আগস্ট ১৯৪২ নাগপুরের একটি থানায় আক্রমণের ঘটনার পর শঙ্কর ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিচার চলাকালীন নিজের সঙ্গীদের বাঁচাতে তিনি সমস্ত দায় নিজের কাঁধে তুলে নেন। কথিত আছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন করতেও তিনি অস্বীকার করেছিলেন, কারণ মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদানকেই তিনি নিজের সর্বোচ্চ কর্তব্য মনে করতেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ১৯৪৩ সালের ১৯ জানুয়ারি, নিজের ১৮তম জন্মদিনের মাত্র এক দিন পর নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম খুব বেশি উচ্চারিত হয় না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রতিটি নাগরিক তাঁর আত্মত্যাগের কাছে চিরঋণী। স্বাধীনতা আমাদের কাছে উপহার হয়ে আসেনি; এর পেছনে রয়েছে শঙ্কর মহালের মতো অসংখ্য পরিচিত ও বিস্মৃত শহিদের রক্ত, ত্যাগ ও আত্মবলিদান।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

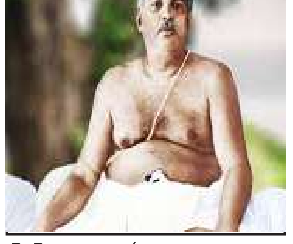

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল। তাই জন্য খারাপ কাজ করা চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ কর।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি রাজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩৩) বাংলার নব জাগরণের প্রথম পথিকৃত বলা হয়ে থাকে। রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দান করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮২০-১৮৯১)। রাজা রাম মোহন রায় যেখানে তাঁর কাজ সমাপ্ত করেন সেখান থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজের আরম্ভ । রাজা রামমোহন রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে সতীদাহ প্রথা রোধ করে সতীদাহ প্রথা চালু রাখার পক্ষে সাওয়াল করলে বাধ্য হয়ে রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে যেতে হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে সতীদাহ প্রথাকে একেবারে রোধ করে দেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথা তো রোধ হল। ঘরের বিধবারা এখন কী করবে? তারাদের মুক্তির উপায় কি? সেই পথটা খুঁজে বের করতে বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত হলেন। বলা হয়ে থাকে রাজা রামমোহন রায় তাঁর কাজ সমাপ্ত করে যাওয়ার পর যে কাজগুলি পড়ে ছিল সেটাকে পূর্ণতা দান করলেন বিদ্যাসাগর

করেছিলেন। কিন্তু তারপরে বিধবাদের মুক্তির উপায় বের করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে যে রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। রাজা রামমোহন রায় বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করা নিয়ে একবার চিন্তা করেননি বটে। তিনি এ ব্যাপারের দিকটার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি বা সময় পাননি। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সতীহাহ প্রথাকে আগে রোধ করতে হবে। সতীদাহ প্রথা রোধ করার পর ঘরের মধ্যে যে সব বাল্য বিধবা মহল তৈরি হল তাদের মুক্তি উপায় কি হবে? সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এগিয়ে আসতে হযে ছিল। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা আইন করে রোধ করা যাবে না সেটা জানতেন। সমাজ থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠুক তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইংরেজ সরকার চাইছিল আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হবে। নাহলে কিন্তু সতীদাহ প্রথা সমাজ থেকে বিতারিত হতে সময় নেবে। সেই কারণে ইংরেজ সরকার সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য আইন তৈরি হল। কিন্তু রক্ষণশীল পন্থীরা ইংল্যাণ্ডে পিভি কাউন্সিলে আবেদন মহাশয়। তিনি বিধবা বিবাহ আইন তৈরি করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করালেন। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। জানা যায় তাঁকে সেই সময়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসন তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়। পরে দুই বন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল। এঁদের মাঝখানে যিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাংলার নবজাগরণের সময়ে জ্ঞান চর্চার পথটাকে খুলে দিয়েছিলেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাঙালিরা একেবারে ভুলে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম তাঁর নাম একেবারে জানে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও প্রকাশ হয়নি বলে সকলেই আক্ষেপ করে থাকেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর নামে একটি ভবন তৈরি করেছে। এটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন ভারতত্ত্ববিদ, পুরাতাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ভারতে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার পুরোধা পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইতে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে লিখেছেন-' রাজেন্দ্রলাল সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। এ পর্যন্ত বাংলা দেশে বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের সাথে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।' রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে যা বলেছেন সেটাই চেনার উপযুক্ত পরিধি হলেও তিনি আর বেশি বিস্তৃত এবং ব্যাপক। ১৮২২ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি উত্তর চবিশ পরগনার শুড়া এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা জনমেজয় মিত্রের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু তিনি ব্রজবুলি এবং উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতে পারতেন। রাজেন্দ্রলালের পড়াশুনা শুরু হয়ে ছিল গোবিন্দচন্দ্র বসাকের ফ্রি স্কুলে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে তিনি ১৮৪১ সালে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেন। তারপরে তিনি আইন পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি আইনজীবীও হলেন না। মনোনিবেশ করলেন ভাষাশিক্ষায়। ফরাসি এবং জার্মান ভাষা শিখতে শুরু করলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক এবং গ্রন্থগারিক নিযুক্ত হন। এবং আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ওয়ার্ড ইন্সটিটিউশনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তার ফলে তিনি সহ সম্পাদকের পদটি থেকে সরে গিয়েছিলেন। তবে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাননি। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সমকালীন বহু ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন ইউরোপের মণ্ডিত মহলে যত বেশি পরিচিতি লাভ করেছিলেন বাংলার পণ্ডিত সমাজে তিনি ততখানি পরিচিতি লাভ করতে পারেননি। তাঁকে মূল্যায়ন করতে পারেনি বাংলার পণ্ডিত সমাজ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক খননকার্য। একের পর এক শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, প্রাচীন স্থাপত্য, মুদ্রা আবিস্কার হচ্ছে এবং অক্লান্তভাবে সেই সব বিষয়ের পাঠোদ্ধার কাজ শুরু করে দিয়েছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি অন্ধকার পথ ধরে আলোর পথ খুঁজে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ইন দ্য ফিল্ড (অব ইণ্ডিয়া আর্কিওলজি..আই অ্যাম হাম্বল লেবাবার।' প্রবন্ধকার অলোক রায় বলেছেন, 'রাজেন্দ্রলাল একক প্রয়াস-প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রস্তুত করে দেয়। তাঁর অনেক মতামত পরবর্তীকালে গৃহীত হয়নি সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার পূর্ববর্তী মতামতের সত্যতা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই চিরকাল অগ্রসর হয়েছে।.. রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী মন, তথ্যনির্ভরতা, যুক্তিপারম্পর্য, সত্যনিষ্ঠা এ-যুগেও ঐতিহাসিকদের শ্লাঘার বস্তু।' ১৮৫১ সালে তিনি ভার্নাকুলার লিটারেটর সোসাইটির সভ্য হন। তারই অর্থানুকুল্যে নিজস্ব সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি সেই সময়ে আর একটি ঐতিহাসিক কাজ করলেন। একজন মুলসমান চিত্রকরকে রাজপুতানার মানচিত্র আঁকার বরাত দিলেন। তারপরে তিনি বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন ভারতের সভ্যতার আদির সন্ধান করতে গেলে নেপালে খনন কার্য করতে হবে। সেখান থেকে প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করে তার পাঠোদ্ধরা করা খুবই প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি নেপালের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৮৬২ সালে 'ভার্নাকুলার লিটারেটর' এবং 'স্কুল বুক সোসাইটি' একত্রিত হয়। তারপরের বছর রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা দুটিতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি দের নিয়ে লেখা প্রকাশিত করতে থাকেন। গ্রন্থাগার, আগ্নেয়গিরি, মিশরের পিরামিড, বৌদ্ধদের মঠ, ভূতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ হতে থাকলো। তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার সম্পর্ক নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে শব্দের রূপ এবং ধ্বনির পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে উপস্থাপিত করছেন। বাঙালিকে তিনি চিঠি লেখাও শিখেয়েছেন। তিনি 'পত্রকৌমুদী' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় আইনী চিঠি লেখার পদ্ধতি তিনি বাঙালিদের শিখে গিয়েছেন। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 'এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা পত্রের পরিমান ও রঞ্জন বিষয়ে অদ্যাপি মনোযোগী আছে; কিন্তু হিন্দু সমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই।' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পথকে অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব লিখিত চিঠিপত্রগুলিকে প্রস্তুত করেন। নিয়ে বই তৈরি করেন। চিঠিপত্র সাহিত্য সম্ভার হতে পারে তারই পথটা তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৮০ সালে বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করার

বাঁশবেড়িয়ার ত্রিবেণী হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিকদের দর্শনীয় স্থান

কমল সরকার

একদিনের ছুটিতে চলে গিয়েছিলাম বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী। বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আশেপাশে। বর্ষাকালে ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ, ভরা গঙ্গার অপূর্ব রূপ। সঙ্গে দেখে এলাম আরও কিছু ঐতিহাসিক স্থাপত্য।

অনন্ত বাসুদেব মন্দির ঃ বাঁশবেড়িয়া বা তৎকালীন প্রসিদ্ধ জনপদ বংশবাটীর রাজপরিবার দত্তরায়দের আদি নিবাস ছিল বর্ধমানের পাটুলিতে। এই পরিবারের আদি পুরুষ রাঘব দত্ত রায় ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে তৎকালীন সাতগাঁও এর (বর্তমান সপ্তগ্রাম) জমিদারির জায়গীর লাভ করেন। এর কিছুকাল পরে তাঁর পুত্র রামেশ্বর রায় পাটুলির পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে পাকাপাকিভাবে বংশবাটীতে চলে আসেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে রামেশ্বরের পরিবারকে রাজা-মহাশয় উপাধি পান। তিনি ১৬৭৯ সালে টেরাকোটার অনন্ত বাসুদেব মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি হংসেশ্বরী মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দিরটি একরত্ন এবং রত্ন বা চূড়াটি অষ্টভূজাকার। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটায় রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণলীলার ছবি খোদাই করা আছে। মন্দিরের কাঠামো চারচালা আকৃতির। মন্দিরের তিন পাশে তিনটি করে খিলানযুক্ত অলিন্দ রয়েছে। এটি নারায়ণ মন্দির।

হংসেশ্বরী মন্দিরঃ রাজা রামেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র রাজা নৃসিংহদেব ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে হংসেশ্বরী কালীমন্দিরের নির্মাণ শুরু করেন কিন্তু ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় ফলে নির্মাণকাজ থেমে থাকে। পরবর্তীকালে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে তার বিধবা কনিষ্ঠ পত্নী রাণী শঙ্করী মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করেন, খরচ হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা। মন্দিরটি সম্পূর্ণ তন্ত্রসাধনার ষটচক্র তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিণী; এই পাঁচটি নাড়ির আদলে মন্দিরটিও পাঁচতলা।

হংসেশ্বরী' হলেন দেবী কালীর এক বিশেষ রূপ, যাকে হিন্দু তন্ত্র সাধনায় মহাশক্তি হিসেবে পূজা করা হয়। 'হংস' শব্দটির অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণায়াম)। তন্ত্রমতে 'হং' এবং 'সঃ' ধ্বনি মানবদেহের শ্বাসক্রিয়া নির্দেশ করে। এই শব্দ থেকেই দেবীর নাম 'হংসেশ্বরী'।

রাজপরিবারের ইতিহাস অনুযায়ী, রাজা নৃসিংহদেব বারাণসীতে তন্ত্র সাধনা শেখার পর দেশে ফিরে তন্ত্র সাধনার প্রতীক হিসেবে মন্দিরটি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, তেরো রত্ন বিশিষ্ট এবং এই প্রতিটি চূড়া পদ্ম কোরকের মতো আকারের। গর্ভগৃহের উচ্চতা ৭০ ফুট। গোলাকার বেদীর ওপর পাথরে নির্মিত শায়িত শিব মূর্তির নাভি থেকে উদ্গত প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দেবী হংসেশ্বরী এক পা ভাঁজ করে বসে আছেন। দেবীমূর্তি নীলবর্ণা, ত্রিনয়নী, চতুর্ভূজা, খড়্গধারিণী ও নরমুণ্ডধারিণী, নিম গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি।

মুখে মধুর হাসি। এমন হাসি কিন্তু রুদ্ররূপিনীর মুখে দেখা যায় না। একজন ভ্রমণসঙ্গী বলল, দেখে মনে হচ্ছে হাতে খড়্গ নরমুণ্ড নয়, বরং হাতা খুন্তি নিয়ে সংসার সামলাচ্ছেন গিন্নীমা। অনেক গবেষকের মতে, এর গঠনশৈলী রাশিয়ার মস্কোর বিখ্যাত সেন্ট বেসিলস ক্যাথেড্রালের St. Basils Cathedral গম্বুজের সাথে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

প্রপিতামহের তৈরি অনন্ত বাসুদেব মন্দিরটির ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা দেখে রাজা নৃসিংহদেব পাথরের মন্দির বানান। এর পাথর এসেছিল চুনার থেকে, আর কারিগরেরা এসেছিলেন জয়পুর থেকে। তাই মন্দিরটির স্থাপত্য-কারুকার্যে উত্তর রাজস্থানের শেখাওয়াতি হাভেলি নির্মান শৈলীর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের বিভিন্ন কক্ষে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

হংসেশ্বরী মন্দিরের মতো স্থাপত্য ও বিগ্রহ বাংলায় আর নেই। মন্দিরের পিছনের চারপাশের জলাশয় দেখে পরিখার অংশ বলে মনে হয়। প্রবেশ পথে তোরণদ্বার দেখে নহবতখানা বলে ধারনা হল দেবীর প্রধান বাৎসরিক পুজো হয় কার্তিক অমাবস্যায়। ওই একটি রাতের জন্য দেবীর এলোকেশী রূপ। সেদিন সন্ধ্যারতির পর দেবীর মুখে পরিয়ে দেওয়া হয় রূপোর মুখোশ ও সোনার জিভ। গায়ের বস্ত্র খুলে কেবল ফুল- অলংকার সজ্জিত রাজবেশ পরানো হয়। মন্দিরটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে চলে এলেও দেবী মূর্তি, অলংকার ও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখনও পাশের রাজবাড়ীর সদস্যদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

জাফর খান গাজী মসজিদ ও দরগা ঃ বাংলার মুসলিম নিদর্শন গুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরোন স্থাপত্য বলে বিবেচিত এই মসজিদ ও দরগাটি ত্রিবেণীতে অবস্থিত। এই মসজিদ ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। নির্মাতা জাফর খান গাজি। এটি স্থাপত্যরীতিতে স্বতন্ত্র। মসজিদের গায়ে টেরাকোটার কারুকাজ, জাফরি কাটা। গোটা মসজিদটাই ইট এবং পাথরের অদ্ভুত কায়দায় বানানো বহুগম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার।

বাংলা ও বাঙালির কবি ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

পুজোর ছুটিতে বন্ধু শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাঁচিতে বেড়াতে গিয়ে বুঝলেন অ্যালিস ভার্জিনিয়ার প্রেমে পড়েছেন। 'আগুন নিয়ে খেলা'র প্রকাশকের থেকে পাওয়া টাকায় শাড়ি,আংটি, দুই বন্ধুর সাথে আবার রাঁচিতে এসে বিয়ে করলেন অ্যালিসকে। তবে পিতৃগৃহে নিজের বিয়ের খবর জানাতে গিয়ে কার্যত তিরস্কৃত হয়ে অ্যালিস ভারতে চলে আসেন পাকাপাকিভাবে, ভারতীয় নাগরিকত্ব নেন। তাঁর স্বামী ঔপন্যাসিক হতে চাননি কবি হতে চেয়েছিলেন।

আইসিএস হওয়ার পরেও তাঁর একমাত্র লক্ষ ছিল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করবেন সেই কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মাত্র পাঁচ বছরের জন্য চাকরি করবেন,বাংলা প্রদেশকে চাকরির ক্ষেত্র হিসেবে বেছেও নিলেন। টাকা কিভাবে আসবে ভেবে পুরীর সমুদ্রতীরে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন, দেখা হল লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়কের সঙ্গে, ধনী ব্যক্তি তেমন উৎকল সাহিত্যর একজন লেখক। সব কথা জেনে লক্ষ্মীনারায়ণ বিশেষ ব্যবস্থা করে তাঁকে লন্ডন পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এর আগে আইসিএস পড়তে যেতে হবে ইংল্যান্ডে কিন্তু পথের খরচ জাহাজের খরচ কে জোগাবেন! এত অর্থ জোগান দেওয়ার সামর্থ তাঁর পরিবারের ছিল না,ব্রিটিশ সরকার সব খরচ বহন করবে তবে তিন মাস পরে। টাকা কিভাবে আসবে ভেবে তিনি অস্থির, চিন্তিত।

দ্বিতীয় বছরের ইস্টারের ছুটিতে বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লেন, সামনে যে বাস পান,সেই বাসে চড়েন। এভাবেই ব্রিস্টলে এসে দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি, পরদিন একটা অন্য বাসে কার্ডিফ। প্রতিদিন সামনে যে বাস পাওয়া গেছে তাতে উঠে পড়ে নতুন নতুন জায়গায় নেমে পড়ার রোমাঞ্চ। দেশে ফিরে এই ভ্রমনের ভিত্তিতে লিখেছেন। মজার বিষয় হল আই সিএসের শিক্ষানবিশ হিসেবে অন্নদা শঙ্কর রায়ের পাঠ নেওয়ার কথা অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ,

কিন্তু তিনি সেখানে যেতে রাজি হলেন না বরং চাইলেন লন্ডনে থাকবেন। ভেবেছিলেন বিশ্ব নাগরিকের জন্য লন্ডন উপযুক্ত, তখনও সিদ্ধান্ত পাঁচ বছর চাকরি করবেন, অতএব অক্সফোর্ডের লাইব্রেরিতে জীবন কাটানোর থেকে লন্ডনে যৌবনপাত অনেক শ্রেয়। জীবনকে এইসময় উপভোগ করেছেন, ঘুরেছেন ইউরোপের অনেক দেশে।

গদ্য ও পদ্য সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্বমহিম পদচারণা। তিনি শুধু সাহিত্যিক! একদম নয়, তিনি শুধু মাত্র বিরাট মাপের প্রশাসনিক আধিকারিক ছিলেন একদম সঠিক নয়। আসলেই অন্নদাশঙ্কর রায় বলতে মানুষ জানেন, বোঝেন পাণ্ডিত্যে-মনস্বিতায়, গভীরতা-দৃঢ়তায়, সজীবতা-সরসতায় অগ্রগণ্য একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় বাঙালি।

একদিন অন্নদাশঙ্কর রায়ের দেড় বছরের কন্যা মাথার তেলের শিশি ভেঙে ফেলল, তাঁকে বকতে গিয়ে লিখে ফেলেছিলেন 'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো!তার বেলা?' বিদ্যুতের উদভাসে লেখা এক বিস্ময়কর ছড়া,কার্যত অচিরেই উন্নীত হয় এক প্রবাদে। নিজেই লিখেছেন ঔপন্যাসিক হতে চাননি কবি হতে চেয়েছিলেন। আইসি এস হওয়ার পরেও তাঁর একমাত্র লক্ষ ছিল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করবেন সেই কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মাত্র পাঁচ বছরের জন্য চাকরি করবেন,বাংলা প্রদেশকে চাকরির ক্ষেত্র হিসেবে বেছেও নিলেন।

ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী,আই এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান,বিএ অনার্সেও প্রথম,আবার আইসিএসে তিনি ফার্স্ট হলেন। যেতে হবে ইংল্যান্ডে কিন্তু পথের খরচ জাহাজের খরচকে জোগাবেন! এত অর্থ জোগান দেওয়ার সামর্থ অন্নদাশঙ্করের পরিবারের ছিল না,পরিত্রাতা হয়েছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়েক।

চাকরিতে অন্নদাশঙ্করের প্রথম পোস্টিং বহরমপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বড়দিনের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে গেলেন, সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ তাদের সমাদারের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। সর্বোচ্চ শ্রেণীর আধিকারিক হয়েও চুটিয়ে লিখতে শুরু করলেন। তাঁর নিজের ভয় ছিল 'সত্যাসত্য'র মত বড়মাপের গুরুগম্ভীর উপন্যাসকে ছাপাবেন! প্রকাশক বন্ধু গোপালদাস মজুমদার অভয় দিয়ে বললেন, তিনি প্রকাশ করবেন। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসারের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন, বদলি হয়েছেন শাসন বিভাগ থেকে আইন বিভাগে। চট্টগ্রামে কিছুদিন চাকরির পরে আবার বদলি ঢাকায়। এক বছরের মধ্যে বাঁকুড়া, শেষে ১৯৩৫সালে কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক। বারবার চাকরি জীবনে বদলি হয়েছেন রাজশাহী জেলায় চাকরি করেছেন, প্রশাসনিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এইসময় চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা করেছেন অবহেলিত হয়েছে সাহিত্য সাধনা। প্রথম সন্তান জয়ার জন্ম হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত সহ শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ শেষে আদিবাস ঢেঙ্কানালে গেলে সেখানে মধ্যমপুত্র চিত্রকাপ গুরুতর অসুস্থ হয়ে কটক হাসপাতালে মারা যায়। এরপর অন্নদাশঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগে চাকরিটা হল জীবিকা, তাঁর সাধনা সাহিত্য। ভেবেছিলেন পাঁচ বছর চাকরি করবেন, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি চাকরির ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখে।

স্বাধীনতা আসন্ন ওদিকে সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলাকে বেছে নিয়েছিলেন মন ভাঙছে বাংলা ভাগ হবে,ন'বছর পদ্মার এপার ন'বছর ওপারে চাকরি করে আরও একবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কর্মক্ষেত্র বেছেনিলেন। আশা করেছিলেন অনেক লিখবেন, কিন্তু সেভাবে পারলেন কী! এই পর্বে লিখেছেন নারী,যৌবনজ্বালা সহ তিনটে ছোটগল্প, কিছু প্রবন্ধ,আর না নামের একটি পরীক্ষামূলক উপন্যাসের শুরু। সংখ্যা হিসেব করলে লিখেছেন আঠারোটি উপন্যাস। পাঠক সহমত হবেন হয়ত এরমধ্যে সবচেয়ে আলোচিত তথা বিতর্কিত সত্যাসত্য, ছয়টি খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নাম। বাংলার সাহিত্যের উন্নতি বহু লেখকদের অবদান ভোলার কথা নয়। বাঙালি লেখকেরা বাংলাকে মর্যাদা দেয়।

আগামী আগস্টে নতুন শিল্প নীতি ঘোষণায় প্রস্তুত সরকার

বিশেষ প্রতিবেদক

পশ্চিমবঙ্গ আগস্টের মধ্যে নতুন শিল্প নীতি উন্মোচন করবে এবং ভারতের উৎপাদন বৃদ্ধির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পূর্বাঞ্চলকে লক্ষ্য করে পরিকল্পনা রচিত হবে বলে জানালেন ১৩ তম CII ম্যানুফ্যাকচারিং কনক্লেভ ইস্টে-একটি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী তাপস রায়।

রাজ্যকে একটি নেতৃস্থানীয় শিল্প

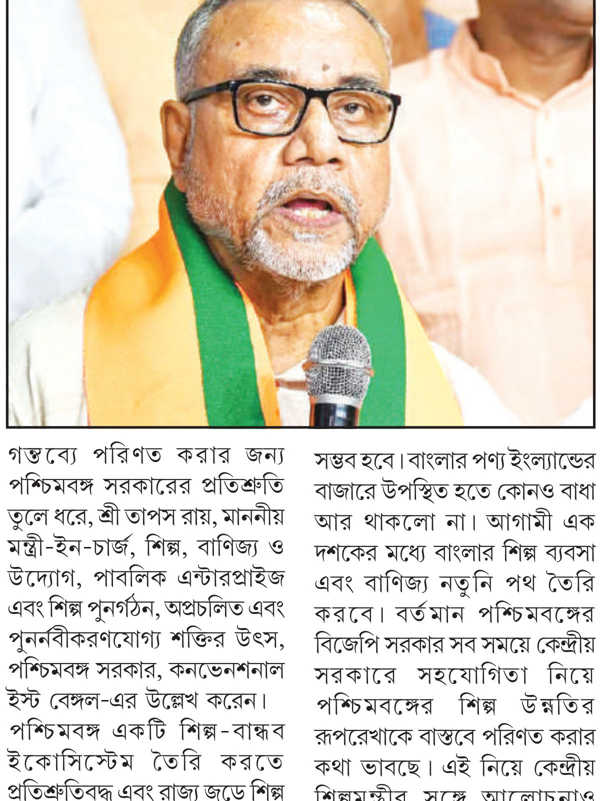

গন্তব্যে পরিণত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে, শ্রী তাপস রায়, মাননীয় মন্ত্রী-ইন-চার্জ, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্প পুনর্গঠন, অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কনভেনশনাল ইস্ট বেঙ্গল-এর উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ একটি শিল্প-বান্ধব ইকোসিস্টেম তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং রাজ্য জুড়ে শিল্প বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি বিস্তৃত রোডম্যাপে কাজ করছে যার উদ্দেশ্য হল বিনিয়োগকারী-কেন্দ্রিক সংস্কার দ্বারা সমর্থিত একটি স্বচ্ছ এবং আধুনিক শিল্প নীতির মাধ্যমে ২০২৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্প গন্তব্য হিসাবে স্থাপন করা। একটি নতুন শিল্প নীতি, একটি সুগমিত একক-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া, লাইন-ভিত্তিক অনুমোদন, জিআইএস-সক্ষম ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, একটি স্পষ্ট প্রণোদনা কাঠামো, ক্লাস্টার-ভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন, শক্তিশালী লজিস্টিক অবকাঠামো, এবং যুক্তি যুক্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইতিমধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত ব্যাণিজ্য শুরু হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন পণ্য এখন বিলাতে পাওয়া সম্ভব হবে। বাংলার পণ্য ইংল্যান্ডের বাজারে উপস্থিত হতে কোনও বাধা আর থাকলো না। আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলার শিল্প ব্যবসা এবং বাণিজ্য নতুনি পথ তৈরি করবে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার সব সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারে সহযোগিতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নতির রূপরেখাকে বাস্তবে পরিণত করার কথা ভাবছে। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। গত পনেরো বছর ধরে বাংলায় ভালো শিল্প আসেনি। বহু শিল্প বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে। কলকাতার তারাতলার ব্রিটেনিয়া কোম্পানি তালা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে কলকাতার ব্রিটেনিয়া কোম্পানির কর্মীরা বেকার হয়ে গিয়েছে। শিল্পকে আনতে হবে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

ক্যুরিয়ার পার্সেলে মোবাইল পাচারের ছক ভেস্তে দিল কালিয়াচক থানার পুলিশ, উদ্ধার ১০০টি মোবাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ জুলাই ঃ অভিনব কৌশলে ক্যুরিয়ার পার্সেলের মাধ্যমে মোবাইল পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় দুটি পার্সেল বক্স থেকে বিভিন্ন নামী সংস্থার প্রায় ১০০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওয়ানাপুর এলাকার বাসিন্দা সোহেল রানা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার মালদা জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ জানতে পারে, ভুয়ো নাম- ঠিকানা ব্যবহার করে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে একটি বেসরকারি ক্যুরিয়ার সংস্থার মাধ্যমে চুরির মোবাইল কালিয়াচকে পাঠানো হচ্ছিল। পরে সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল। অভিযোগ, এই পার্সেল পাঠাতে মুর্শিদাবাদের সুতির একটি ভুয়ো ঠিকানাও ব্যবহার করা হয়েছিল। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ অভিযান চালায়। কালিয়াচকের

চৌরঙ্গি এলাকা থেকে এক ডেলিভারি বয়কে আটক করা হয়। তাঁর কাছে থাকা দুটি পার্সেল বক্স তল্লাশি করে বিভিন্ন নামী সংস্থার মোট ১০০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। এরপর ডেলিভারি সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওয়ানাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সোহেল রানাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া ১০০ টি মোবাইল ফোনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, মোবাইলগুলি কোথা থেকে চুরি করা হয়েছে এবং এর পিছনে কোনও আন্ত ঃরাজ্য চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

ডোমকল বাসস্ট্যান্ডে বেসরকারি বাসে ভয়াবহ আগুন, ভাগ্যের জোরে রক্ষা বাসযাত্রীদের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ জুলাই ঃ ভাগ্যের জোরে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বাসযাত্রীরা। মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা দিঘা-জলঙ্গি রুটের একটি বেসরকারি বাসে ভয়াবহ আগুন লাগে। তবে সেই সময় বাসে কোনও যাত্রী বা চালক না থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। পাশেই দমকল অফিস থাকায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর জলঙ্গি থেকে ডোমকল বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায় বাসটি। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে বাসটির দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। বাস বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে চালক চা খেতে সামনের দোকানে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসের সামনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে সেই ধোঁয়া দাউদাউ করে আগুনে পরিণত হয়। আগুন দ্রুত ইঞ্জিন থেকে বাসের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা দেখে স্থানীয়রা চিৎকার শুরু করলে ছুটে আসেন চালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ দেখি বাসের সামনে থেকে কালো ধোঁয়া। তারপরই দাউ দাউ করে আগুন। যদি ওই সময় বাসে যাত্রীরা থাকত, তাহলে বড় বিপদ ঘটে যেত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই বাসটির ডোমকল বাসস্ট্যান্ড থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে দিঘা যাওয়ার কথা ছিল। বাসস্ট্যান্ডে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা বাসে উঠতেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই বাসে আগুন লেগে যাওয়ায় প্রাণে বাঁচলেন তারা। আগুন লাগার খবর পেয়েই ডোমকল বাসস্ট্যান্ডের পাশে থাকা দমকল অফিস থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে বাসের সামনের অংশ এবং ভেতরের কিছু সিট পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দমকল আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাসস্ট্যান্ডের পাশেই আমাদের অফিস থাকায় খুব দ্রুত পৌঁছাতে পেরেছি। আর ৫-১০ মিনিট দেরি হলে গোটা বাসটি পুড়ে যেত। পাশের অন্যান্য বাসেও আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। বাসের চালক বলেন, জলঙ্গি থেকে সন্ধ্যা নাগাদ ডোমকলে পৌঁছাই। ইঞ্জিন বন্ধ করে চা খেতে গিয়েছিলাম। লোকজন এসে বলল গাড়িতে আগুন। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না বন্ধ বাসে হঠাৎ কীভাবে আগুন লাগল। ঘটনার খবর পেয়ে ডোমকল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক অনুমান, ইঞ্জিনের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লাগল তা তদন্তের পরেই জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় ডোমকল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাসের যাত্রী না থাকায় হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও, বাসটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

কড়া অ্যাকশনে পুলিশ, পূর্ব মেদিনীপুরে পুলকার চালকদের জন্য জারি বিশেষ নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদে পুলকার দুর্ঘটনার পর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় খুদে পড়ুয়াদের জীবন বাঁচাতে পদক্ষেপ জেলা পুলিশের। নেওয়া হল বিশেষ উদ্যোগ। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে পুলকার দুর্ঘটনায় মারা যায় চারজন খুদে পড়ুয়া। আহত হয় প্রায় আরও চারজন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মানব চেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। এই দুর্ঘটনার পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ জেলা জুড়ে পুলকার চালকদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির আয়োজন করল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং ট্রাফিক-২ এর ডেপুটি পুলিশ সুপার শ্রী চম্পক রঞ্জন চৌধুরীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি পাঁশকুড়া থানা এলাকায় একটি বিশেষ ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় পুলকার চালক এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সক্রিয় উপস্থিতি কর্মসূচিটিকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা পৌঁছে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে গাড়ি চালকদের ট্রাফিক নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সময় পুলকার দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে খুদে স্কুল পড়ুয়ারা। তাই এই ধরনের সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত

সকলকে ট্রাফিক আইন অমান্য করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান হয়। বিশেষ করে পুল কার চালকদের নিরাপত্তার খাতিরে কিছু অত্যন্ত জরুরি নির্দেশিকা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে। চালকদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় যে, গাড়িতে কখনই ক্ষমতার স্কুলপড়ুয়া বা ছাত্র-ছাত্রীদের বসানো যাবে না। ওভারলোডিং বা অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ কেবল আইনি অপরাধই নয়, তা শিশুদের জীবনের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এর পাশাপাশি গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পুলকারের যাবতীয় বৈধ নথিপত্র, যেমন-লাইসেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং ইন্স্যুরেন্স সবসময় গাড়িতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনিয়মিত নথিপত্র বা বেপরোয়া গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে যে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেই বিষয়েও চালকদের সজাগ করা হয়। পড়ুয়া শিশুদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে পুলিশ, গাড়ি চালক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের যৌথ দায়বদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদেরও অনুরোধ করা হয়েছে যেন তাঁরা ট্রাফিক নিরাপত্তার বিষয়গুলিতে নিয়মিত নজর রাখেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের এই সময়োপযোগী ও গঠনমূলক উদ্যোগকে স্থানীয় মানুষ এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ সাধুবাদ জানিয়েছে। পাঁশকুড়া থানায় এই কর্মসূচি আয়োজিত হয়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায় আগামী দিনে এই কর্মসূচি জেলা জুড়েই চলবে।

রেলকর্মীকে পাত্তাই দিচ্ছে না কেউ! বন্ধ গেটের নিচ দিয়েই চলছে যাতায়াত, হুঁশ ফেরেনি নিত্যযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২২ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদে গেটম্যানের গাফিলতিতে গত সপ্তাহেই ঘটে গেছে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যেখানে প্রাণ গেছে চার স্কুলপড়ুয়া-সহ মোট পাঁচজনের। কিন্তু সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার পরও সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র সচেতনতা ফেরেনি। তার প্রমাণ মিলল বীরভূমের প্রান্তিক রেলগেটে। সময় বাঁচাতে গেট ফেলা থাকা অবস্থাতেই জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে গেটের নিচ দিয়ে পার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। সাইকেল, বাইক থেকে শুরু করে পায়ে হেঁটে, বিপজ্জনক এই পারাপারের ছবি এখন সেখানে নিত্যদিনের। বোলপুর স্টেশন ছাড়ার পরপরই পড়ে এই প্রান্তিক রেলগেটটি, যা শান্তিনিকেতন ও কঙ্কালীতলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। ফলে সারাদিনই এই পথে অজস্র মানুষের যাতায়াত থাকে। একই সঙ্গে এই লাইন দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে প্রচুর দূরপাল্লার ও লোকাল ট্রেন। বন্ধ গেটের নিচ দিয়ে পার হওয়ার সময় সামান্য একটু ভুলই ডেকে আনতে পারে আর এক বড় বিপর্যয়। ঝুঁকি নিয়ে পার হওয়া যাত্রীদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মেলে চেনা সব অজুহাত। কেউ বলেন, 'খুব তাড়া ছিল বলেই এভাবে গেলাম', আবার কেউ বলেন, 'আর এমন হবে না।' তবে সবথেকে উদ্বেগের বিষয় হল গেটম্যানের কথা না শোনার প্রবণতা। রেলগেটের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা আক্ষেপের সঙ্গে জানান, গেট নামানোর পর তারা বারণ করলেও সাধারণ মানুষ তা একেবারেই শোনেন না। গেটম্যানরা যখন তাদের আটকাতে যান, তখন তারা তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যান। কেউ কেউ তো আবার গেটম্যানদের রেলের কর্মী বলেই মানতে চান না। এই ঘটনার পর রেল পুলিশের ভূমিকা ও নজরদারি নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই বড় প্রশ্ন উঠছে সাধারণ মানুষের সচেতনতা নিয়ে। আর কত প্রাণ গেলে মানুষের হুঁশ ফিরবে? সামান্য কয়েকটা মিনিট বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনকে কেন এমন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, সেই উত্তর কিন্তু আজও অধরা।

সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকে আগুন, ভস্মীভূত কয়েকটি বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২২ জুলাই ঃ বুধবার বাঁকুড়ার পুয়াবাগান এলাকায় সিএনজি সিলিন্ডার বোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। আগুনে কয়েকটি বাইক ভস্মীভূত হলেও, হতাহতের কোনও খবর নেই। এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ট্রাকটি বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ার দিকে যাচ্ছিল। পুয়াবাগান মোড় সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছাতেই চলন্ত ট্রাকটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ট্রাকের আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকে কীভাবে আগুন লাগল, খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ ও পুলিশ।

ঘুড়ি ধরতে গিয়ে মৃত্যু বালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২২ জুলাই ঃ মগরাহাটে ঘুড়ি ধরতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল ৯ বছরের এক বালকের। এই ঘটনায় পরিবার-সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বুধবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে মগরাহাট বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল ওই বালক। সেই সময় একটি কাটা ঘুড়ি পাশের পুকুরের দিকে উড়ে গেলে সেটি ধরতে গিয়ে সে জলে নামে বলে প্রাথমিক অনুমান। এরপর দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজ নিতে শুরু করে। পরে কয়েকজন যুবক পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে ওই বালককে উদ্ধার করে। দ্রুত মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মগরাহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনার পর মাঠ সংলগ্ন জলাশয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জলস্তর বৃদ্ধি, আত্রেয়ীর নদীবাঁধে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ জুলাই ঃ বর্ষা নামতেই ফের আতঙ্কের প্রহর গুনছেন বালুরঘাটবাসী। নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই আত্রেয়ী নদীর লো ড্যামের পশ্চিম পাড়ে বাঁধ ভেঙে নতুন করে শুরু হলো ধস। পূর্বে লো ড্যাম বিপর্যয়ের নেপথ্যের কারণ ছিল পশ্চিম পাড়ের এই দুর্বল বাঁধ। পরবর্তীতে কোনওরকমে সেটিকে মেরামত করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হলেও, মঙ্গলবার রাতে জল বাড়তেই ঠিক সেই জায়গা থেকেই ফের নদীর বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালেও তা অব্যাহত। দু'বার একই জায়গায় ভাঙন দেখা দেওয়ায় সংলগ্ন নদীপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নদীগর্ভে ঘরবাড়ি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাত জেগে ছিলেন অনেকেই। বুধবার স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতের দিকে হঠাৎ করেই আত্রেয়ীর জল বাড়তে শুরু করায় মেরামত করা অস্থায়ী বাঁধে প্রবল চাপ পড়ে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সেচ দফতরের বাস্তুকার ও পদস্থ আধিকারিকেরা।

e- Quotation

e-Quotation is hereby invited for 'Preparation of DPR for Rural Roads under CAPEX, VVP-II, State Fund projects' under jurisdiction of WBSRDA, Jalpaiguri Division, vide NIeQ No. WBSRDA/03-EE/JLP/2026-27. dated-22.07.2026. All details may be had from this office Notice Board and in website: https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Jalpaiguri Division

নোটিশ
আমমোক্তারনামা

লক্ষীরানী দাস স্বামী- মধুসুধন দাস সাং- বোলপুর নায়েকপাড়া, বোলপুর, বীরভূম। বিগত ইং ০৪.০৯.২০২৩ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ৯৭৩২ নং আমমোক্তারনামায় সুনীল কুমার দাস পিতা -কানাইলাল দাস, বোলপুর, নায়েকপাড়া, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা- বীরভূম থানা- বোলপুর মৌজা গয়েশপুর JL- ১২২ খতিয়ান নং-৪০৫ দাগ নং-৫৮২, পরিমান -০.১৮ একর দাগ নং-৫৮১ /৮৮৩, পরিমান ০.০২ একর দাগ নং-৫৮২/ ৮৮৪, পরিমান-০.০৩ একর যাহা তিনি ০৫.০৩.২০২৫ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির I-2540 ও I-2541 কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

অশোক মুখার্জী, আইনজীবী
বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

নোটিশ
আমমোক্তারনামা

১) কল্পনা দাস ২) জয়দেব দাস ৩) জয়ন্ত দাস ৪) মাধব দাস ৫) সীমা হেঁস ৬) সুজয় দাস ৭) অনিমা দাস ৮) সন্ধ্যা দাস ৯) তরুন কুমার দাস ১০) কল্যানী দাস ১১) বুলুরানী সু ১২) তাপস দাস ১৩) উৎপল দাস ১৪) দেবাশীষ দাস ১৫) রানী দাস ১৬) সন্দীপ দাস ১৭) জয়শ্রী দাস ১৮) সুদীপা দাস ১৯) বন্দিতা দাস ২০) দিপান্বিতা দাস ২১) রাধারানী দাস সাং- গয়েশপুর, মুলুক, বীরভূম। বিগত ইং ১৬.১০.২০২৫ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১০৯২১ নং আমমোক্তারনামায় সেখ হারুন রসিদ পিতা- সেখ লুৎফর রহমান সাং- গয়েশপুর, মুলুক, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম থানা বোলপুর মৌজা- গয়েশপুর JL- ১২২ খতিয়ান নং-৫৩২, ৪৮৬, ৫৭, ৪৭২ দাগ নং-৪৬৪, পরিমান -০.০৮ একর, দাগ নং-৪৬৪ / ১২২২, পরিমান-০.০৫ একর
যাহা তিনি ০৫.০৩.২০২৬ ও ০২.০৬.২০২৬ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির I-2117 ও I-5187 এবং I-5188 কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

অশোক মুখার্জী, আইনজীবী
বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

নোটিশ
আমমোক্তারনামা

১) অজিত কুমার ঘোষ ২) অজুন কুমার ঘোষ ৩) নকুল চন্দ্র ঘোষ পিতা- মুকুন্দ চন্দ্র ঘোষ ও ৪) সুদর্শন দে পিতা-যুগল পদ দে ১,২ ও ৩ সাং- বোলপুর ৭ এর পল্লী, বোলপুর, বীরভূম ও ৪ নং সাং- বাবলারী পশ্চিমপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া। বিগত ইং ১৬.০৩.২০২৬ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ২৮০৪ নং আমমোক্তারনামায় সেখ হারুন রসিদ পিতা -সেখ লুৎফর রহমান সাং- গয়েশপুর, মুলুক, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম থানা- বোলপুর মৌজা-লায়েকবাজার JL- ১২৩ খতিয়ান নং-১০৬৮, ১০৩১০, ১০৭৬, ১০৬৯ দাগ নং-৬২৫ পরিমান -০.৪১ একর যাহা তিনি ১৪.০৫.২০২৬ ও ০৭.০৭.২০২৬ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির I-4528 ও I- 6083 কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

অশোক মুখার্জী, আইনজীবী
বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

নোটিশ
আমমোক্তারনামা

১) সালেহার বিবি ২) সেখ আব্দুল হামিদ ৩) সেখ সফিকুল ৪) সেখ হাফিজুল ৫) সেখ রবিউল ১ নং স্বামী ও ২ থেকে ৫ নং পিতা- সেখ আকবর ৬) মোফুজা বিবি ৭) সেখ আজিজ ৮) সামিমা খাতুন ৬ নং স্বামী ও ৭, ৮ নং পিতা-সেখ আব্দুল রফিক সাং- ভুবনডাঙ্গা, বোলপুর, বীরভূম। বিগত ইং ৩০.০৯.২০১৯ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ৪ নং বাহির ২৬৭ নং আমমোক্তারনামায় জাহাঙ্গীর খাঁন পিতা- জরজিস খাঁন সাং- নীচু বাঁধগোড়া, বোলপুর, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম থানা- বোলপুর মৌজা- বাঁধগোড়া JL- ১০০ LR খতিয়ান নং- ১৮৫০৬ RS দাগ নং-২০৭১ দাগ নং-৪১৩৮ পরিমান -০.০৩৩১ একর যাহা তিনি জাহিরুল হক ও মহঃ সাবিরুল হক কে ৩০.০৫.২০২৪ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির I-5700 কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

অশোক মুখার্জী, আইনজীবী
বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

কলকাতা স্থিত ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনাল

৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, সপ্তম তল, কলকাতা- ৭০০০০১
বিবিধ আপিল ডায়েরি নং ৩৫৮ / ২০২৫ (ডিআরটি-৩, কলকাতা-র ও.এ. ৩৬২ / ২০২২ মামলা থেকে উদ্ভূত)
মেসার্স বনজ ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড
...আপিলকারী
-বনাম-
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য
....বিবাদীগণ

প্রতি
১. আইয়ুব হালদার
49/5/H/55, কার্ল মার্কস সরণি, খিদ্দিরপুর, কলকাতা- ৭০০০২৩।
...উত্তরদাতা নং ৩
২. রেহানা বিবি
49/5/H/55, কার্ল মার্কস সরণি, খিদ্দিরপুর, কলকাতা- ৭০০০২৩।
... উত্তরদাতা নং ৪

সমন

১. যেহেতু আপিলকারী 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা আদায় আইন, ১৯৯৩'-এর ২০ ধারার অধীনে ডিআরটি-৩ (DRT-III), কলকাতা-র বিজ্ঞ প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ০৯.১২.২০২৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য প্রতিকার চেয়ে একটি বিবিধ আপিল দায়ের করেছেন এবং যেহেতু বিষয়টি ০৩.০৯.২০২৬ তারিখে মাননীয় চেয়ারপারসনের উপস্থাপিত হবে, তাই আপনাকে এতদ্বারা সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় এই ট্রাইব্যুনালের হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হচ্ছে।
২. আপনি যদি অন্য কোনো নথিপত্র দাখিল করতে চান, তবে বিরোধিতার সাথে একটি তালিকা সহ তা দাখিল করতে পারেন।
৩. ট্রাইব্যুনালের সামনে ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত কোনো আইনজীবী বা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার সময় আপনাকে আপনার নিবন্ধিত ঠিকানা, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং হাজিরা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দাখিল করতে হবে।
৪. এতদ্বারা আপনাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত দিনে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই এই মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।
অদ্য ১৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও এই ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরসহ এটি জারি করা হলো।

স্বাক্ষর /-রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল,
কলকাতা

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd. Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty-Eighth (38th) Annual General Meeting of the Members of the Company will be convened on **Friday, the 14th day of August, 2026 at 10:30 A.M.** Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the General Circular No(s). 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2022 dated May 5, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 (collectively referred to as "MCA Circulars"), without the physical presence of the Members at the AGM Venue.

1. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 08th day of August, 2026 to 14th day of August, 2026, (both days inclusive).
2. The Notice of the 38th AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2026 containing Audited Financial Statements, Board's report, Auditor's report and other statutory documents/reports, required to be attached thereto, sent to the members by email on **22nd July, 2026**, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely **MUFG Intime India Pvt. Ltd.** ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars. The requirements of sending physical copies of the Notice of the 38h AGM Annual Report to the Members have been dispensed vide the aforesaid MCA Circulars. Further, in compliance with Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations, the Company has sent physical letters, providing the web-link, including the exact path where complete details of Annual Report for the Financial Year 2025-26 and Notice of 38th AGM is available to those shareholder(s) who have not registered their e-mail address with the Company/RTA/Depositories/DP.
3. In line with the MCA Circulars, the Notice of the 38th AGM and the Annual Report of the Company has been uploaded on the website of the Company, viz, **www.centuryextrusions.com**. The Notice and the Annual Report can also be accessed from the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at **www.bseindia.com** respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing the remote electronic voting at **www.evotingindia.com**
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations read with MCA Circulars, the Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all Resolutions which is set out in the Notice of the 38th AGM. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-voting facility or through e-voting during the 38th AGM. Detailed procedures for remote e-voting / e-voting during the 38th AGM is provided in the Notice of the AGM.
5. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 07th day of August, 2026 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of the 38th AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
6. The remote e-voting period begins on 11th August, 2026 at 9:00 A.M. (IST) and ends on 13th August, 2026 at 5:00 P.M. (IST) During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 07th August, 2026 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting, thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
7. Any person who acquire shares and becomes Member of the Company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **07th August, 2026** may obtain the login ID and Password by sending a request at **www.evotingindia.com** or **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com**
8. Members are requested to express their views/send their queries in advance mentioning their names, DP ID and Client ID Number/Folio No., E-mail ID, Mobile Number at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on 07th August, 2026. Members who would like to ask question during the 38th AGM of the Company need to register themselves as a speaker by sending their request preferably along with their question mentioning their names, DP ID and Client ID Number/Folio No., E-mail ID, Mobile Number to the Company's E-mail address at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on 07th August, 2026.
9. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Company's RTA/Depository, can get the same registered and obtain Notice of the 38th AGM of the Company along with the Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2026 and/or login details for joining the 38th AGM of the Company through ("VC/OAVM") facility including e-voting, by sending a scanned copy of the following documents by the e-mail to the Company's RTA's e-mail id; **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com** ;
   a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete Address, Mobile Number and E-mail address to be registered:
   b. Self - attested scanned copy of PAN Card;
   c. Self - attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card. Driving License, Voter Id Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, or Call 1800225533.

The afore-mentioned information in being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Kolkata
Date : 22-07-2026

e- Tender

e-Tender is hereby invited for 'Installation of Height Barrier under jurisdiction of WBSRDA, Jalpaiguri Division, vide NIeT No. WBSRDA/02-EE/JLP/2026-27, dated-22.07.2026. All details may be had from this office Notice Board and in website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Jalpaiguri Division

e- Quotation

e- Quotation is hereby invited for 'Preparation of DPR for Rural Roads under RIDF projects' under jurisdiction of WBSRDA, Jalpaiguri Division, vide NIeQ No. WBSRDA/02-EE/JLP/2026-27, dated- 22.07.2026. All details may be had from this office Notice Board and in website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Jalpaiguri Division

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এমসি-ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ-সেপটিকট্যাঙ্ক-২৬, তারিখ ২০.০৭.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএনএইচএম অ্যান্ড এফআরটি./হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে বাতিল করা হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে ০৩ বছরের (১০৯৫ দিন) জন্য নিউ ডিআরএম বিল্ডিং সহ খেল পরিসর সমেত স্টেশন ও কলোনিতে সেপটিক ট্যাঙ্কের জমা নোংরা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩৬,৬৯,৭৬১.৫২ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৭৩,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ৩,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১০৯৫ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.০৭.২০২৬। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ, দুপুর ০১.৫১ মিনিট। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন।

(HWH-227/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইকো পার্ক ও রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ফিল্ড, আমিনগাঁও-এ স্পোর্টস লাইটিং পরিকাঠামোর উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-০৮-২৬-২৭, তারিখঃ ২০-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-০৮-২৬-২৭। **কাজের নামঃ** ইকো পার্ক ও রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ফিল্ড, আমিনগাঁও-এ ফ্লাড লাইটিং ও বৈদ্যুতিক কাজের মাধ্যমে স্পোর্টস লাইটিং পরিকাঠামোর উন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৭৮,৪৫,৭৯৯.৪০ টাকা। **বায়নার ধনঃ** ৩,৫৬,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
শিয়ালদহ ডিভিশনের দুটি স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), **শিয়ালদহ ডিভিশনের দুটি স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের** জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। • **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিএনইউ-এসডিএএইচ-২৫-২৬। **অকশন শুরু ঃ** ০৪.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টায়। **ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশনের নাম ঃ (১)** পিএনইউ-এসডিএএইচ- সিজি-টিআইও-১৯-২৬-১; ক্যানিং। **(২)** পিএনইউ-এসডিএএইচ- বিআরপিকে-টিআইও-২০-২৬-১; বিশরপাড়া কোদালিয়া। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(SDAH-142/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD

CIN: U67120WB1995PLC069424
Registered Office: C/O Mr. Subir Dhara, Village - Choto Khataliya, P.O.- Shiuli Telini Para, Dist. - 24 North Parganas, P.S.- Titagar, West Bengal – 700121
Head Office: 404, Shrilok Complex, 4th Floor, H. B. Road, Ranchi, Jharkhand – 834001
Phone: 9135001217; **Email:** gaurav.cs@teamvedika.com
Website: www.teamvedika.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THIRTY-SECOND ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

The Shareholders are hereby informed that the Company has, on **21st July, 2026**, mailed an Addendum to the Notice of the **Thirty-Second Annual General Meeting** of the Members of the Company dated **02nd July, 2026**, scheduled to be held on **Saturday, 25th July, 2026 at 12:30 P.M.** at the **registered office** of the Company situated at **C/O Mr. Subir Dhara, Village - Choto Khataliya, P.O.- Shiuli Telini Para, Dist. - 24 North Parganas, P.S.- Titagar, West Bengal – 700121,** so as to include the following item of Special Business to be transacted at the said AGM:

Item No. 5: To discuss and approve raising of capital through an Initial Public Offering of Equity Shares

The Addendum to the AGM Notice shall form an integral part of the AGM Notice, which has already been circulated to the Shareholders, and the AGM Notice shall always be read in conjunction with this Addendum. All other contents of the AGM Notice, save and except as modified or supplemented by this Addendum, shall remain unchanged.

The Addendum is available on the website of the Company at **www.teamvedika.com** and on the websites of the Stock Exchanges, National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com**.

Accordingly, all concerned Shareholders, Stock Exchanges, Depositories, Registrar and Share Transfer Agent, and all other concerned persons are requested to take note of the Addendum.

By Order of the Board of Directors

For **Vedika Credit Capital Limited**
Sd/-
Gaurav Kumar Vohra
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ranchi
Dated: 22nd July, 2026

ভক্তিতেই মিলবে আশীর্বাদ

পুরী যেতে না পারলেও উলটো রথে ঘরেই নিবেদন করুন জগন্নাথদেবের প্রিয় ৫ ভোগ

উলটো রথের আর বেশি দেরি নেই। এই শুভ তিথিতেই মাসির বাড়ি থেকে রথে চড়ে নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রা। রথযাত্রার মতোই উলটো রথও ভক্তদের কাছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকেরই ইচ্ছে থাকলেও প্রতি বছর পুরী গিয়ে এই ঐতিহাসিক উৎসবের সাক্ষী হওয়া সম্ভব হয় না। তবে তাতে মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। বিশ্বাস করা হয়, ভক্তিভরে বাড়িতেই জগন্নাথদেবের পছন্দের সাত্ত্বিক ভোগ নিবেদন করলে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করা যায়। আন্তরিকতা, পবিত্রতা এবং ভক্তিই এই দিনের মূল উপাসনা।

উলটো রথ উপলক্ষে জগন্নাথদেবের উদ্দেশে যে কয়েকটি ভোগ বিশেষভাবে নিবেদন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল খাজা। ওড়িশার এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন বহু শতাব্দী ধরে জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ময়দা, ঘি এবং চিনির রস দিয়ে তৈরি খাজার বাইরের স্তর খাস্তা হলেও ভেতরটা থাকে নরম ও ঝুরঝুরে। রথযাত্রা, উলটো রথ এবং অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানে এই মিষ্টির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয় ভোগ কণিকা, যা ওড়িশার সুগন্ধি মিষ্টি ভাত হিসেবে পরিচিত। উৎকৃষ্ট মানের চাল, ঘি, গুড়, এলাচ, লবঙ্গ, কাজু এবং কিশমিশ দিয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়। মিষ্টি হলেও স্বাদে হালকা এবং সুগন্ধে ভরপুর এই পদটি জগন্নাথদেবের অন্যতম প্রিয় ভোগ বলে মনে করা হয়। উৎসবের দিনে বাড়িতে সহজেই এই ঐতিহ্যবাহী পদ তৈরি করা যায়। তৃতীয় পদ পোড়া পিঠা, যা ওড়িশার জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন। চালের গুঁড়ো, নারকেল কোরানো এবং গুড় দিয়ে তৈরি এই পিঠা ধীরে ধীরে সেঁকে বা বেক করে প্রস্তুত করা হয়। এর হালকা ধোঁয়াটে সুবাস এবং কোমল স্বাদ একে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলে। ভক্তিভরে এই পিঠা নিবেদন করাও শুভ বলে মনে করা হয়। চতুর্থ ভোগ নারিয়া পাচাড়ি, অর্থাৎ নারকেলের চাটনি। কোরানো নারকেল, টক দই, কাঁচালঙ্কা এবং অল্প মশলা দিয়ে তৈরি এই পদটি স্বাদে হালকা ও সতেজ। অনেক সময় এতে সর্ষে, আদা এবং কারিপাতার ফোড়নও দেওয়া হয়। কণিকা, ঘিয়া অন্ন বা অন্য কোনও অন্নজাতীয় ভোগের সঙ্গে এটি নিবেদন করা হয় এবং ভোগের স্বাদ আরও বাড়িয়ে তোলে। পঞ্চম এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ভোগ হল ঘিয়া অন্ন। ঘি মেশানো সুগন্ধি ভাত জগন্নাথদেবের বিখ্যাত ছাপ্পান্ন ভোগের অন্যতম পদ হিসেবে পরিচিত। সাধারণত সাদা ভাতে বিশুদ্ধ ঘি মিশিয়ে এটি তৈরি করা হয়। কোথাও কোথাও এর সঙ্গে ডাল বা হালকা সবজিও পরিবেশন করা হয়। সহজপাচ্য ও সাত্ত্বিক এই ভোগ ভক্তদের কাছেও সমান জনপ্রিয়। জগন্নাথদেবের কাছে ভোগ নিবেদন মানে শুধু সুস্বাদু রান্না পরিবেশন নয়, বরং পবিত্র মন, নিষ্ঠা এবং ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ করা। তাই এ বছর যদি পুরীর রথযাত্রা বা উলটো রথে উপস্থিত থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে বাড়িতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই ঐতিহ্যবাহী ভোগগুলি প্রস্তুত করে নিবেদন করতে পারেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, আন্তরিক ভক্তিভাবে প্রভুর কৃপা লাভ করা যায়। উলটো রথের এই শুভক্ষণে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে প্রার্থনা ও প্রসাদ ভাগ করে নেওয়া শুধু ধর্মীয় আচারই নয়, বরং ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভক্তির এক সু ন্দর উদযাপন।

হাওড়া জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার ইউনিয়ন সংগঠনের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২২ জুলাই ঃ কর্মবন্ধুদের গ্রুপ-ডি কর্মচারীর স্বীকৃতি, অবসরকালীন অনুদান ৫ লক্ষ টাকা এবং ৬০ বছর উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের নিয়োগের দাবিতে বুধবার হাওড়া জেলার ডিএলআরও এবং ডিএম-এর কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেয় AIUTUC অনুমোদিত হাওড়া জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার (কর্মবন্ধু) ইউনিয়ন।

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য পত্রিকা

রঙ্গভূমির নতুন নাটক বিরসা মুন্ডা

আশিস কুমার ঘোষঃ মহাকবি কালিদাস জয়ন্তী উপলক্ষে 'বন্দে মাতরম' এর ১৫০ বছর পূর্তি স্মরণে গোবরডাঙ্গা রঙ্গভূমির নতুন নাটক 'বিরসা মুন্ডা' সম্প্রতি মঞ্চস্থ হয়ে গেল অশোকনগর শহীদ সদনে। সারা ভারত জুড়ে ১৫০টিরও বেশি নাট্য প্রযোজনার সাথে এই নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়। গোবরডাঙা রঙ্গভূমি পশ্চিমবঙ্গের সেই কয়েকটি নির্বাচিত দলের মধ্যে একটি যাদেরকে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠান করার জন্য নয়াদিল্লির সঙ্গীত নাটক আকাদেমি বেছে নিয়েছে। নাটকের গল্পটি আবর্তিত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিরসাকে ঘিরে। তিনি একজন আদিবাসী নেতা যিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ছোটনাগপুরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভূমি-নীতি এবং অ-আদিবাসী বসতি স্থাপনকারীদের শোষণের বিরুদ্ধে উলগুলান বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নাটকটিতে একজন তরুণ রাখাল থেকে কিভাবে বিরসা মুন্ডা বিপ্লবী হয়ে উঠলেন এবং পদ্ধতিগত উচ্ছেদ ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়ের মাঝে পূর্বপুরুষের বনভূমির উপর আদিবাসীদের সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই করলেন তা তুলে ধরা হয়েছে।

মিশনারি স্কুলে শিক্ষিত এক যুবক থেকে তিনি বাইরের প্রভাব ত্যাগ করে নিজেকে 'ধরতি আবা' বলে ঘোষণা করেন। তিনি আদিবাসীদের আত্মনির্ভরতা, স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা এবং নারীদের বিদ্রোহে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে কথা বলেন। অকালেই কারাবরণ ও মৃত্যু হলেও তাঁর বিদ্রোহের প্রেরণা আজও বেঁচে আছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে, রাহুল বারুই বিরসার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বিশাল পাল শৈশবের বিরসা, শ্রাবন্তী হালদার ও সত্যজিৎ মন্ডল বিরসার বাবা-মা, দীপঙ্কর দাস পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং দেবাশিস সরকার পুলিশ কনস্টেবলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কোরাসে আশা সাহা, রোহিত বৈরাগী, লতা সাহা, আজহারউদ্দিন আলি, জয়িতা মন্ডল এবং তামান্না সরকার প্রিয়া বাড়ুই সকলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রে যথাযথ। তাঁদের সংলাপ বলা এবং মঞ্চে চলাফেরা দর্শকের মনে বিদ্রোহী বিরসার বীরত্বের অনুভূতি জাগায়। পরিচালক বিধান চন্দ্র হালদার এবং সহ-পরিচালক সন্ধ্যা বারুই প্রতিটি দৃশ্য নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন, যার ফলে নাটকের গতি কোথাও মন্থর মনে হয়নি। মঞ্চটি ছোটনাগপুরের জঙ্গলের প্রতিচ্ছবি। এটি ডিজাইন করেছেন ইব্রাহিম মন্ডল। মঞ্চের আলো করেছেন ধনপতি মন্ডল এবং আবহ সঙ্গীতের দায়িত্বে ছিলেন কিঙ্কর মন্ডল। পোশাকে প্রিয়া বাড়ুই 'বিরসা মুন্ডা' একটি চিরকালীন প্রাসঙ্গিক নাটক। বিরসা মরতে পারে না। আমরা উলগুলানের ধ্বনিতে, গাছের পাতার মর্মরে, বয়ে চলা ঝর্ণায় এবং প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে বিরসাকে খুঁজে পাই। শক্তিশালী অভিনয়,নির্দেশনা ও বার্তার কারণে নাটক-প্রেমী দর্শকদের জন্য এটি অবশ্যই দেখার মতো একটি নাটক। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার ' অবলম্বনে রচিত এই নাটকের পরিচালক বিধান চন্দ্র হালদার, সহ নির্দেশক সন্ধ্যা বারুই।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

শিয়ালদহ ডিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান

নং ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএইচ তারিখ ২০.০৭.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিশনে বিভিন্ন অ্যাসেটের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে **ই-অকশন ক্যাটালগ** প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগের বিশদ নিম্নরূপ ঃ **(ক) ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসডিএইচ-০৭-১২, • অকশন শুরু ঃ ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। সিকোয়েন্স নং** ঃ এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরি** ঃ এডিভিটি-এসডিএইচ-এসডিএইচ-ওএসএন-৭১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল))। **বিবরণ** ঃ শিয়ালদহ স্টেশন জোন-এ (নর্থ ও মেন কনকোর্স)-এর স্টেশন পরিসরের মধ্যে নির্দিষ্ট অবস্থানে বাণিজ্যিক স্ট্যাটিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন; ০৩ বছর। **(খ) ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসডিএইচ-০৭-১৩, • অকশন শুরু ঃ ২৫.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। সিকোয়েন্স নং** ঃ এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরি** ঃ এডিভিটি-এসডিএইচ-এসডিএইচ-ওএসডি-৮৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন পরিসরে (ডিজিটাল))। **বিবরণ** ঃ ৫০ : ৫০ সময়/স্থান শেয়ারিং ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ও রেলওয়ের বার্তা প্রদর্শন ব্যবস্থা সহ শিয়ালদহ স্টেশনের নর্থ বুকিং অফিসের উল্টোদিকে, ২য় তলে, মোট ০৯ (নয়)টি ডবল-সাইডেড এলইডি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; ০৫ বছর **(গ) ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসডিএইচ-০৭-১৪, • অকশন শুরু ঃ ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। সিকোয়েন্স নং** ঃ এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরি** ঃ এডিভিটি-এসডিএইচ-এইচবি-ওএসডি-৮৩-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন পরিসরে (ডিজিটাল))। **বিবরণ** ঃ ৫০ : ৫০ সময়/স্থান শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ের বার্তা সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য হাবরা রেলওয়ে স্টেশনে ০১টি ভিডিও ওয়ালের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; ০৫ বছর **(ঘ) ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসডিএইচ-০৮-০১, • অকশন শুরু ঃ ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। ক্রমিক নং ও সিকোয়েন্স নং; লট নং/ ক্যাটেগরি; বিবরণ; চুক্তির মেয়াদ** ঃ (১); এএ/১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১- ১২সি০৭২২০৪-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্ত ও বহির্ভাগ); ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও মাপকাঠি অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) ব্যবহার দ্বারা শিয়ালদহ ডিভিশনে চলাচলকারী ১২ কোচের ০৫টি থ্রি-ফেজ ইএমইউ রেকের কোচের অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট অবস্থানে এবং বহির্ভাগের সম্পূর্ণ তলে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন; ০৩ বছর। (২); এবি/১; এডিভিটি-এসডিএইচ-বিএলএন-ওএসডি-৭৩-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন পরিসরে (ডিজিটাল)); ক্লাস্টার XV স্টেশনে ৪৩-ইঞ্চি ডিজিটাল টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৫০ : ৫০ সময়/স্থান শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে বিষয়ক বার্তা সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিজিটাল প্রদর্শন। [অধিক্ষেত্র ঃ পার্ক সার্কাস থেকে ক্যানিং, লেক গার্ডেন্স থেকে কোমাগাতা মারু বজবজ, সুভাষগ্রাম থেকে ডায়মন্ড হারবার (বারুইপুর জং ব্যতীত) শাসন রোড থেকে নামখানা]; ০৫ বছর। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিডারদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। (SDAH-143/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NAME CHANGE

I, Nargish Bibi (Old Name) W/O–Sofikul Alam resident of Hetanpur , Gangadaspara , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Nargish Bibi to Nargis Khatun and henceforth I shall be known as Nargis Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Nargis Khatun & Nargish Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Hasina Murshida Begum (Old name) W/o-Md Alauddin Sk, Resident at, Vill-Gopalnagar, Po-Natungram, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742140. I have changed my name Hasina Murshida Begum to Hasina Murshida Bibi (New name) I shall be known as Hasina Murshida Bibi vide affidavit before the Notary at Berhampore on 22/07/2026 Hasina Murshida Bibi & Hasina Murshida Begum same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Keramatulla Sk (Old Name) S/O–Jeker Sk resident of Vill-Station Para , Po & Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Keramatulla Sk to Keramat Sk and henceforth I shall be known as Keramat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Keramat Sk & Keramatulla Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abul Kalam Sk (Old name) S/o-Golam Saikh, Resident at, Vill-Rajkhanda, Po-Mohurul Anantapur, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742136I have changed my name Abul Kalam Sk to Abdul Kalam Sk New name) I shall be known as Abdul Kalam Sk vide affidavit no. 16AC 400161 before the Notary at Lalbagh on 21/07/2026 Abdul Kalam Sk & Abul Kalam Sk same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Afura Bibi (Old Name) W/O– Keramat Sk resident of Vill-Station Para , Po & Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Afura Bibi to Achhra Bibi and henceforth I shall be known as Achhra Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026.My name Achhra Bibi & Afura Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Saifuddin Shaikh (Old name) S/o-Jafar ali Saikh, Resident at, Vill-Naldahari, Po & Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742148. I have changed my name Md Saifuddin Shaikh to Saifuddin Saikh (New name) I shall be known as Saifuddin Saikh vide affidavit before the Notary at Berhampore on 22/07/2026 Saifuddin Saikh & Md Saifuddin Shaikh same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rafiun Shaikh (Old Name) S/O–Abu Sufiyan Sk resident of Parbbatipur , Purandarpur , Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Rafiun Shaikh to Rafiun Sk and henceforth I shall be known as Rafiun Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Rafiun Sk & Rafiun Shaikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Najrul Hossain (Old Name) S/O–Ahammad Miya resident of Goaldob , Nagarukhra , Haringhata , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Najrul Hossain to Najrul Miya and henceforth I shall be known as Najrul Miya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/07/2026. My name Najrul Miya & Najrul Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abu Sufian Sk (Old Name) S/O–Haji Abdulla resident of Parbbatipur , Purandarpur , Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Abu Sufian Sk to Abu Sufiyan Sk and henceforth I shall be known as Abu Sufiyan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Abu Sufiyan Sk & Abu Sufian Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Salehar Hossen (Old Name) W/O–Najrul Miya resident of Goaldob , Nagarukhra , Haringhata , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Salehar Hossen to Salehar Miya and henceforth I shall be known as Salehar Miya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/07/2026. My name Salehar Miya & Salehar Hossen both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jele Rahaman Sekh (Old Name) S/O–Fajlul Haque resident of Uttar Sahajadpur , Sahajadpur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Jele Rahaman Sekh to Jelle Rahaman Sekh and henceforth I shall be known as Jelle Rahaman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Jelle Rahaman Sekh & Jele Rahaman Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Amin Saikh (Old Name) S/O–Md Hossain Saikh resident of Vill-Sagardighi Saikhpara , Po & Ps-Sagardighi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742226 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Amin Saikh to Md Amin Sk and henceforth I shall be known as Md Amin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 15/07/2026. My name Md Amin Sk & Mohammad Amin Saikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Zahiruddin Sekh (Old Name) S/O–Tajimuddin Sk resident of Vill-Nowdapara , Po-Goaljan , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Md Zahiruddin Sekh to Jahiruddin Sk and henceforth I shall be known as Jahiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Jahiruddin Sk & Md Zahiruddin Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Suroj Seikh (Old Name) S/O–Samsuddin Seikh resident of Khidirpur Balurmathpara , Baruipara , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Suroj Seikh to Suroj Sk and henceforth I shall be known as Suroj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Suroj Sk & Suroj Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahammad Hasanuzzaman (Old Name) S/O–Md Alimuddin resident of Vill-Bhakuri Thakurpara Dakshin , Po-Chaltia , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742407 do hereby declared that I have changed my name from Mahammad Hasanuzzaman to Md Hasanuzzaman and henceforth I shall be known as Md Hasanuzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Md Hasanuzzaman & Mahammad Hasanuzzaman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Samsuddin Sk (Old Name) S/O–Ansar resident of Khidirpur Balurmathpara , Baruipara , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Samsuddin Sk to Samsuddin Seikh and henceforth I shall be known as Samsuddin Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Samsuddin Seikh & Samsuddin Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ranajit Kr Pramanik (Old Name) S/O–Shankar Pramanik resident of Vill-East Jagadanandapur Sahapara , Po-Bethuadahari , Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Ranajit Kr Pramanik to Ranajit Pramanik and henceforth I shall be known as Ranajit Pramanik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/07/2026. My name Ranajit Pramanik & Ranajit Kr Pramanik both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Seikh M Jamat Ali (Old Name) S/O–Sawkat Ali resident of Vill & Po-Sarmastapur , Ps-Salar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742404 do hereby declared that I have changed my name from Seikh M Jamat Ali to Md Jamat Ali and henceforth I shall be known as Md Jamat Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld Judicial Magistrate affidavit Kandi court on 15/06/2026. My name Md Jamat Ali & Seikh M Jamat Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MONIKA KUNDU, W/o Kalachand Kundu, residing at Vill North Habra, United Club Goly P.O.& P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from MONIKA KUNDU to MANIKA KUNDU and henceforth I shall be known as MANIKA KUNDU in all purpose vide affidavit No. 6048 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 21/7/2026.MONIKA KUNDU and MANIKA KUNDU both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ARABUL ISLAM MONDAL s!o Abdul Karim Mondal residing at Dogachia, Beliaghata Bridge, P.O. Beliaghata Bridge, Dist.-North 24 Parganas, Pin- 743423, do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is ARABUL ISLAM MONDAL instead of MD ARABUL ISLAM which is wrongly recorded in my driving licence no. WB25 20210004222 vide an affidavit sworn before the LD. 1st class Judicial Magistrate at Alipore no. 77921 dates on 02.06.2026. ARABUL ISLAM MONDAL and MD ARABUL ISLAM both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sushanta Kumar Paul (old name), Father Supriti Paul residing at vill-Dafahat, post-Dafahat, p.s-Suti, Dist- Murshidabad, Pin-742224 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUSHANTA KUMAR PAUL to SUSANTA KUMAR PAUL and henceforth I shall be known as SUSANTA KUMAR PAUL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 21/07/2026. SUSHANTA KUMAR PAUL (old name) and SUSANTA KUMAR PAUL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Sahabul Hossain s!o SK Toyab Hossain residing at Chakur, P.S-Bagnan, Dist-Howrah, Pin-711303(W.B) do hereby solemnly affirm & declare that me and my father's actual name is SK SAHABUL HOSSAIN and SK TOYAB HOSSAIN instead of SAHABUL SEKH and TAIYER SEKH which is wrongly recorded in my driving licence no. WB13- 2019-0001904 vide an affidavit sworn before the LD. 1st Class Magistrate at Dist-Howrah, West Bengal dates on 02.07.2026. SK SAHABUL HOSSAIN s/o SK TOYAB HOSSAIN and SAHABUL SEKH s/o TAIYER SEKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BHIKHUWA ORAON s!o Sukru Oraon residing at Bipti, VTC; Bipti, Sub-District- Bhandra, Dist.-Lohardaga, Jharkhand, Pin- 835301, do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is BHIKHUWA ORAON instead of BHIKHAN URANW which is wrongly recorded in my driving licence no. WB20 20010252021 vide an affidavit sworn before the LD. 1st class Judicial Magistrate at Alipore no. 78397 dates on 17.06.2026. BHIKHUWA ORAON and BHIKHAN URANW both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK RAFIKUL RAHAMAN alias RAFIK SEIKH(Old Name) S/o-SUKALAL SEKH alias SUKLAL SEIKH(Old Name) residing at Vill. Sonagachi, P.O. Bijur, P.S. Manteswar, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SK RAFIKUL RAHAMAN alias RAFIK SEIKH S/o-SUKALAL SEKH alias SUKLAL SEIKH to SK RAFIKUL RAHAMAN S/o SUKALAL SEKH and henceforth I shall be known as SK RAFIKUL RAHAMAN(new name) S/o SUKALAL SEIKH(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Executive Magistrate at Kalna Court dated 08/07/2026. SK RAFIKUL RAHAMAN alias RAFIK SEIKH S/o-SUKALAL SEKH alias SUKLAL SEIKH and SK RAFIKUL RAHAMAN S/o SUKALAL SEKH all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Suchitra Khamaru Mondal (old Name) W/O Niranjan Mondal, Residing at Vill:+ PO: Chakpara, PS: Rampurhat, Birbhum, wb have changed my name and shall henceforth be known as Suchitra Khamaru (New Name) as declared before the Ld Executive Magistrate court, Rampurhat, Birbhum vide affidavit no 25329 Dated 08.09.2025 Suchitra Khamaru Mondal (old Name) and Suchitra Khamaru (New Narme) both are same and one identical person.

কড়া পদক্ষেপ নিন' মুখ্যমন্ত্রী

১-র পাতার পর- আধিকারিকও রয়েছেন। তিনি বলেন, সাধারণত এত উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। তবে এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধেও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় বক্তব্যের শেষে শুভেন্দু অধিকারী জানান, নারী নিরাপত্তা জোরদার করতে ইতিমধ্যেই একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে চালু হয়েছে 'দুর্গারক্ষা স্কোয়াড', মহিলাদের জন্য পৃথক থানার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং জরুরি সহায়তার জন্য বিশেষ হেল্পলাইন পরিষেবাও চালু করা হয়েছে। তাঁর দাবি, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে সরকার শুধু কঠোর আইন প্রয়োগেই নয়, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাতেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণ কিংবা শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন-যে কোনও ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রেই আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামী দিনে এই বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ আরও স্পষ্টভাবে রাজ্যের মানুষ দেখতে পাবেন বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে শুভেন্দু অধিকারী জানান, অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত, কঠোর আইনি ব্যবস্থা ।

এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে পুলিশকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়ার বার্তার মাধ্যমে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

ফুটপাথ দখল নিয়ে কড়া অগ্নিমিত্রা পাল

১- পাতার পর- দোকানগুলিও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় একটি খাবারের দোকানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, এক দোকানদার ফুটপাথের উপর একাধিক সারি জুড়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এই দৃশ্য দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ফুটপাথ মূলত পথচারীদের চলাচলের জন্য। ব্যবসার স্বার্থে পুরো ফুটপাথ দখল করে রাখলে সাধারণ মানুষের চলাফেরা ব্যাহত হয়, যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এরপরই উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে অগ্নিমিত্রা পাল নির্দেশ দেন, দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সমস্ত দোকান এক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ব্যবসা চলবে, কিন্তু তা যেন সাধারণ মানুষের অসুবিধার কারণ না হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী পুজোর আগে কোনও দোকান উচ্ছেদ করা হবে না বলেও তিনি জানান। তবে সেই সুযোগে কেউ ফুটপাথ সম্পূর্ণ দখল করে ব্যবসা করতে পারবেন না বলেও কড়া বার্তা দেন। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের এই অবস্থানকে শহরের ফুটপাথ ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ। এখন পুলিশের তপরতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতির কতটা পরিবর্তন হয়, সেদিকেই নজর থাকবে।

অবিরাম বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড

লয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ উত্তরাখণ্ডে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে ফের বিপর্যস্ত পাহাড়ি জনজীবন। প্রবল বর্ষণের মধ্যে কেদারনাথ যাত্রাপথে গৌরীকুণ্ডের কাছে বড়সড় ধস নামায় সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে কেদারনাথ যাত্রা। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বুধবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে প্রশাসন। একই সঙ্গে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর রাজ্যের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের আপাতত অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়িয়ে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেদারনাথের পদযাত্রার পথে গৌরীকুণ্ড থেকে প্রায় . এক কিলোমিটার দূরে ছোড়ি এলাকায় আচমকাই পাহাড়ের বড় অংশ ভেঙে পড়ে। পাহাড় থেকে নেমে আসা বিপুল পরিমাণ মাটি, পাথর ও ধ্বংসাবশেষে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় যাত্রাপথ। সৌভাগ্যবশত ধসের সময় ওই এলাকায় কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং হতাহতের খবরও মেলেনি। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গেই কেদারনাথগামী তীর্থযাত্রীদের যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রুদ্রপ্রযাগ জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আধিকারিক নন্দন সিং জানিয়েছেন, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তাই প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তাই ঝুঁকি এড়াতে সাময়িকভাবে কেদারনাথ যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে।

তৃণমূলের তহবিল মামলায় ইডির

১-র পাতার পর- অরূপ বিশ্বাস। পরে তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার পর দলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন করেন। সেই পরিস্থিতিতে কালীঘাট শিবিরের পক্ষ থেকে শুভাশিস চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলির সই করার ক্ষমতাও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আবেদনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট শিবির। বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন থাকলেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনার দায়িত্ব শুভাশিস চক্রবর্তীর কাছেই রয়েছে। ইডির তলব প্রসঙ্গে শুভাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তদন্তকারী সংস্থার ডাকে সা।। দেওয়া হবে কি না, সেই বিষয়ে তিনি প্রথমে দলের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করবেন। পাশাপাশি সূত্রের খবর, হাজিরার জন্য তিনি তদন্তকারী সংস্থার কাছে কিছুটা

বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের অবসরের বয়স বাড়তে পারে

১-র পাতার পর- নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে সরাসরি ৬২ বছর করার দাবি জানিয়ে একটি আবেদন বিচারাধীন রয়েছে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তবে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, আপাতত অবসরের বয়স ৬১ বছর করার এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা কোনওভাবেই বিচারাধীন মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না। ভবিষ্যতে যদি আদালত অবসরের বয়স ৬২ বছর করার বিষয়ে রায় দেয়, তাহলে সেই রায়ই কার্যকর হবে। অর্থা বর্তমান নির্দেশ কেবল অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, যে সব রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট হাই কোর্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হবে, সেখানকার বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা ৬১ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তবে তাঁদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পরিষেবার ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণভাবে আদালতে চলা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করবে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিচার বিভাগে অভিজ্ঞতার মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবসরের বয়স এক বছর বাড়ানো হলে বিচার ব্যবস্থায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ আধিকারিকদের পরিষেবা আরও কিছুদিন পাওয়া যাবে, পাশাপাশি শূন্যপদজনিত চাপও কিছুটা কমতে পারে। এখন রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট হাই কোর্টগুলির সিদ্ধান্তের দিকেই নজর থাকবে। একই সঙ্গে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের অবসরের বয়স ৬২ বছর করার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষাও থাকবে।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে রেল তিনটি বিশেষ ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ২২ জুলাই, ২০২৬যাত্রীদের সম্ভাব্য ভিড় সামাল দিতে, রেলওয়ে শ্রাবণী মেলা চলাকালীন আসানসোল ও জয়নগর, দেওঘর ও রক্সৌল এবং মধুপুর ও ইওয়ারির মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেলার সময় অতিরিক্ত যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এই বিশেষ ট্রেনগুলি অতিরিক্ত আসন ও নমনীয়তা প্রদান করবে।০৫৫৯৭ জয়নগর - আসানসোল শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬-এর মধ্যে প্রতি শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার (মোট ১৪টি ট্রিপ) রাত ৯টায় (২১.০০টা) জয়নগর থেকে ছাড়বে এবং পরদিন সকাল ১১.৩০টায় আসানসোল পৌঁছাবে। একইভাবে, ০৫৫৯৮ আসানসোল - জয়নগর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০৮.২০২৬-এর মধ্যে প্রতি শনি, সোম ও বুধবার (মোট ১৪টি ট্রিপ) দুপুর ১টায় (১৩.০০টা) আসানসোল থেকে ছাড়বে এবং পরদিন ভোর ৬টায় জয়নগর পৌঁছাবে। যাত্রাপথে পূর্ব রেলের আওতাধীন চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডিহ এবং সিমুলতলা স্টেশনে এই বিশেষ ট্রেনটি উভয় দিকেই থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি এবং স্লিপার শ্রেণির ব্যবস্থা থাকবে।০৫৫৪৫ রক্সৌল - দেওঘর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬-এর মধ্যে প্রতি শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার (মোট ১৪টি ট্রিপ) রাত ১২.৩০টায় (০০.৩০টা) রক্সৌল থেকে ছাড়বে এবং একই দিন বিকেল ৫.০৫টায় (১৭.০৫টা) দেওঘর পৌঁছাবে এবং ০৫৫৪৬ দেওঘর - রক্সৌল শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬০৫টায় (১৮০৫টা) দেওঘর থেকে ছাড়বে। ৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার (মোট ১৪টি ট্রিপ) ট্রেনটি চলবে এবং পরদিন ১১.৪০-এ রক্সৌল পৌঁছাবে। যাত্রাপথে পূর্ব রেলের আওতাধীন বাঁকা, বারাহাট, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর ও অভয়পুর স্টেশনে ট্রেনটি উভয় দিকেই থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি ও স্লিপার শ্রেণির ব্যবস্থা থাকবে। ০৮৮৯৫ ইতওয়ারি - মধুপুর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ০১.০৮.২০২৬ থেকে

সুন্দরবনের মাছ ধরার অনুমতিপত্রের রেঞ্জ অফিস বদল করায় সমস্যায় মৎস্যজীবিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ২২ জুলাই ঃ এবার সুন্দরবনের নদীতে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার উপর তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের জটিলতা। এতদিন সাধারণত মাছ ধরার অনুমতিপত্র ও জঙ্গলের নদীতে যাওয়ার জন্য সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ক্যানিং রেঞ্জ অফিস পাস ইস্যু করতো। এবার সেখান থেকে তা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন টাইগার রিজার্ভের আধিকারিকরা। তার বদলে বসিরহাট রেঞ্জের ঝিলা ও সজনেখালি বিট অফিসে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন ক্যানিং, বাসন্তী, কুলতলি রায়দীঘি ইত্যাদি এলাকার কয়েকশো মৎস্যজীবীরা। তারা বলেন, ওখানে যেতে হলে নদী পেরিয়ে অনেকটা রাস্তা যেতে হয়। দিনের দিন গিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। মহিলা মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও অসুবিধার হয়ে দাঁড়ায়। তাই ক্যানিং অফিস থেকেই যাতে পাস ও অনুমতিপত্র আগের মতন দেওয়া হয় সেই আবেদন জানান মৎস্যজীবীরা। কিন্তু এখনও এর সদুত্তর মেলেনি বলে দাবি তাঁদের। ক্যানিং, বাসন্তী, কুলতলি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কেউই অনুমতিপত্র ও পাস নিতে যাচ্ছেন না। অন্যদিকে জুলাই থেকে মাছ ধরার সময় থাকলে ও এখনও এই জট না কাটায় সমস্যায় পড়েছেন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা। সুন্দরবন মৎস্যজীবী সংগঠনের সদস্যরা বলেন, আচমকা কেন এবার সজনেখালি থেকে পাস ও অনুমতিপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল টাইগার রিজার্ভ জানি না। আমরা এই নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছি। এই ব্যাপারে আধিকারিকদের সঙ্গে বারবার কথা বলেছি। কিন্তু এখনও কোনো কিছু হয়নি। তাই আমাদের এদিক থেকে কেউ নদী পেরিয়ে সজনেখালিতে যায়নি। তবে এই বিষয়ে টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকে কেউ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি সংবাদ মাধ্যমে কাছে।

আশ্রমে মহিলাকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার বাবাজী

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ জুলাই ঃ আশ্রমের ভিতরে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক বাবাজী। নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গন চড়া রোডের গোপাল সাধু আশ্রমের ওই ঘটনায় মঙ্গলবার গভীর রাতে নরহরি দাস নামে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বুধবার নবদ্বীপ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহত রাজেশ্বরী বিশ্বাস এসময় ওই আশ্রমের এক প্রবীণ সাধুর পরিচর্যার দায়িত্বে ছিলেন। সেই সূত্রে দীর্ঘদিন তাঁর আশ্রমে যাতায়াত ছিল। কয়েক মাস আগে আশ্রমে থাকা নরহরি দাসের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে তিনি সেখান থেকে সরে যান। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে রাজেশ্বরী বিশ্বাস ফের আশ্রমে গেলে নরহরি দাস তাঁকে মন্দিরের দোতলায় একটি ঘরে ডেকে নিয়ে যান। এরপর তাঁর উপর চড়াও হয় বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মহিলার আর্তচিৎকার শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে স্থানীয়দের উদ্যোগে তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর প্রতিবেশী অরিন্দম সিংহ নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার আদালতে পেশ করার পর বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার নেপথ্যে পুরনো বিরোধই কারণ কি না, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তাও ক্ষতিয়ে দেখছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

'মা ক্যান্টিন'-এও দুর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ উঠল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ জুলাই ঃ অভিযোগ, একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঢাল করে বছরের পর বছর ভুয়ো বিল বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন কাউন্সিলর। গরিব- দুঃস্থ মানুষদের জন্য চালু করা রাজ্যের তৎকালীন ৫ টাকার 'মা ক্যান্টিন'-এও দুর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ উঠল তারকেশ্বর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রূপা সরকারের বিরুদ্ধে। তারকেশ্বর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মা ক্যান্টিনের খাবার বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। অভিযোগ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীটি খাতায়-কলমে থাকলেও তা সম্পূর্ণ পরিচালনা করতেন কাউন্সিলর রূপা সরকার নিজেই। প্রতিদিন মাত্র ২০ থেকে ৩০ জনের খাবার রান্না করা হলেও নথিপত্রে দেড়শো জনের নামে ভুয়ো টোকেন তৈরি করা হত। পৌরসভার তরফ থেকে বরাদ্দকৃত বিলের টাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে ঢুকলেই, তা তুলে তুলে দিতে হতো রূপা সরকারের হাতে। অভিযোগ, ২০২৩ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা এভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে। পুরো ঘটনা জানিয়ে তারকেশ্বর পৌরসভা ও একাধিক প্রশাসনিক দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কিছুদিন আগেই জমি দখলের অভিযোগে মামলা হতেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন রূপা সরকার, বর্তমানে তিনি পলাতক। অন্যদিকে পৌরসভায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পর, মা ক্যান্টিনের নোডাল অফিসার জানিয়েছেন যে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, এনটিএ বাতিলের দাবিতে ঝাড়গ্রামে ছাত্র-যুবদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২২ জুলাই ঃ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বাতিল-সহ বিভিন্ন দাবিতে ঝাড়গ্রাম শহরে মিছিল ও পথসভা করল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও এবং মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস। বুধবার ঝাড়গ্রামের পাঁচমাথা মোড়ে প্রথমে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র জেলা সভাপতি তাপস জানা, এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক তপন কুমার সিট এবং এআইএমএসএস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা অর্চনা বেরা। পরে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিএসও-র জেলা কোষাধ্যক্ষ চন্দনা মাহাত, ডিওয়াইও-র রাজ্য নেতৃত্ব প্রদীপ ওঝা এবং এআইএমএসএস-এর জেলা সম্পাদিকা নীতিকণা মাইতিও। মিছিল থেকে এনটিএ বাতিল, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি আগামী ২৪ জুলাই কলকাতায় ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা মহামিছিলে ছাত্র-যুব ও অভিভাবকদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পথসভায় তাপস জানা বলেন, 'নিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ দেশের প্রতিটি মানুষের উদ্বেগের বিষয়। চিকিৎসা শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রভাব গোটা সমাজকেই বহন করতে হবে। দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ২৪ জুলাই কলকাতার মহামিছিলে সকল ছাত্র, যুব ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।''

পূর্ব ভারতে পা রাখল ফরেভারমার্ক ডায়মন্ড জুয়েলারি। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকা রাইমা সেন ১০ম ফরেভারমার্ক ডায়মন্ড জুয়েলারি স্টোরের উদ্বোধন করলেন

অবশেষে গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার প্রাক্তন সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২২ জুলাই ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের পর গ্রেফতার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ গ্রেপ্তার হন। এরপর একের পর এক মামলায় আজও তিনি বিচারাধীন কখনো বা পুলিশ হেফাজত কখনো বা জেলে দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে। এমতাবস্থায় বারবার প্রশ্ন তুলছিল

বর্তমান শাসক দলের কর্মী সমর্থকেরা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কেন গ্রেফতার হচ্ছে না প্রাক্তন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে তিনি রীতিমত অন্তরালে যদিও মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেন যে তিনি পুনরায় ওকালতি করতে চান এবং সেই জন্য পড়াশোনা করবেন। যদিও বারবার প্রশ্ন ওঠে কেন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ছিল। এরই মাঝে জেলার বেশ কিছু তৃণমূল নেতাও করবি কে গ্রেফতার করেছিল পুরনো মামলায়। এরপরেও কেন গ্রেপ্তার হয়নি অভিজিত দে ভৌমিক পানি উঠছিল প্রশ্ন ? অবশেষে বুধবার দার্জিলিং জেলার বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেপ্তার হয় অভিজিত দে ভৌমিক। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার একটি বিশেষ দল তাকে গ্রেফতার করে কড়া নিরাপত্তায় কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসেন। খবর চাউর হতেই বিজেপির সমর্থক ভিড় জমান কোতোয়ালি থানার সামনে। অভিজিত দে ভৌমিককে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসা কে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল কোতোয়ালি থানা সংলগ্ন এলাকা। বর্তমান রাজ্যে চলছে ডিম থেরাপি যাতে কোনোভাবেই সেই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেদিকেই নজর রেখে এখানে ব্যবস্থা বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। খবর পেয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় আসেন অভিজিত দে ভৌমিকের স্ত্রী এবং তার আইনজীবী নুরুল আমিন চৌধুরী। অভিজিত দে ভৌমিকের স্ত্রী বলেন - এখনো কিছু জানি না সব জেনে আপনাদের সাথে কথা বলব। তবে শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ির উপর হামলার যে মামলার কথা আপনারা বলছেন তাতে নট টু এরেস্ট রয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রশাসনের প্রতি আস্থা রয়েছে নতুন সরকারের প্রতি আস্থা রয়েছে কোন ভুল পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা হবে না বলে মনে করি। এতদিন যারা শাসক দলে থেকে বিরোধীদের একের পর এক বাক্যবানে বিদ্ধ করতেন সেই অভিজিত দে ভৌমিকের স্ত্রীর হঠাৎ বর্তমান শাসকদলের প্রতি এহেন ও মন্তব্য সভাপতি অবাক করার মত। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী নুর আলম চৌধুরী বলেন - অভিজিত দে ভৌমিক একজন আইনজীবী তার বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ১২৬২, ৩০৮৫, ৩১৬৫, ৩৫১২, ৩৫ DNS এবং অস্ত্র মামলা। অবশ্যই অস্ত্র মামলা বেল পাওয়ার কোন জায়গা নেই। তিনি আরো বলেন আগামীকাল আদালতে তোলার আগে পুলিশ প্রশাসন কাগজপত্র আমাদের দিলে বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে দেখব এবং অভিজিত দে ভৌমিকের পাশে দাঁড়াবো। তিনি একজন আইনজীবী, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা দেওয়া এখন থেকেই প্রমাণিত যে মামলা গুলি মিথ্যে করে সাজানো। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজি বর্মন বলেন - যারা অন্যায় করেছেন তারা আইনি পদ্ধতিতে উপযুক্ত শাস্তি পাবেন। তিনি আরো বলেন, যখন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তখন বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দিয়েছে একের পর এক। দীর্ঘদিন আমাদের বহু কর্মী বিনা কারণে জেল হেফাজতে থাকতে হয়েছে। এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে আইন আইনের পথে চলবে যে যা অন্যায় করেছে তাকে তার শাস্তি পেতে হবে। এর আগেও যখন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল তখন একের পর এক বামপন্থী নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতার থেকে যাওয়ার পর বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেও ছবিটা একই এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন - এর সঙ্গে বিজেপির কোন যোগ নেই আইন তার নির্দিষ্ট পথেই চলবে, এতদিন আইনের শাসন ছিল না তৃণমূলের নেতাদের কথাই আইন ছিল তবে এই সরকার স্বচ্ছতার সাথে কাজ করবে। তবে প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর গ্রেফতারের পর প্রাক্তন তৃণমূলের জেলা সভাপতি গ্রেপ্তার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আগামীকাল তাকে আদালতে তোলা হবে এখন দেখার আদালত কি রায় দেয় তার দিকেই তাকিয়ে কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। তবে তার বিরুদ্ধে তোলাবাজি থেকে শুরু করে একাধিক মামলা রয়েছে বলে সূত্র মারফত খবর।

বন্যা-কবলিত এলাকাগুলিতে পুরোদমে চলছে পুনরুদ্ধার ও মেরামতের কাজ

মালিগাঁও, ২২ জুলাই ঃ উজানের অববাহিকা অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে দিখৌ নদীর উপচে পড়া জল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত শিবসাগর জেলার সিমালুগুড়ি স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত করেছে। জল উপচে পড়ার ফলে সিমালুগুড়ি স্টেশন ইয়ার্ড ও রেলওয়ে কলোনির কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে রেললাইনের ওপর দিয়েও জল প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যাহ্বানপূর্ণ পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ট্রেন চলাচল যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে তিনসুকিয়া ডিভিশন ব্যাপক পুনরুদ্ধার ও ২৪x৭ তদারকির কাজ শুরু করেছে। বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা ও দ্রুত পরিষেবা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ডিভিশনের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকদের নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়ারিং টিম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সেলেংঘাট- আমগুড়ি সেকশনে পুরোদমে পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে, মেরামত ও পুনরুদ্ধারের কাজ ত্বরান্বিত করতে সেখানে রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ও সুপারভাইজারদের পাশাপাশি ২০০ এর অধিক কর্মীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু করার লক্ষ্যে কর্মীরা রেললাইন মেরামত, পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবারে, শিবসাগর টাউন - সিমালুগুড়ি সেকশনে পুনরুদ্ধারের কাজ করা হচ্ছে, প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও রেলের কর্মীরা অবিচলিত অগ্রগতি করে চলেছে। সুরক্ষিত ও সময়মতো পুনরুদ্ধারের কাজ সহজতর করার লক্ষ্যে রেললাইনের অবস্থা ও জলের স্তর নিরবিছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বরিষ্ঠ

আধিকারিকরা পুনরুদ্ধার কাজ সুক্ষ্মভাবে তদারকি করছেন, পাশাপাশি, এদিকে, সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন কমিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে একযোগে কাজ করছে। যাত্রীদের সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং পুনরুদ্ধার কাজ যাতে দক্ষতার সাথে ও সুরক্ষিতভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই অভূতপূর্ব বন্যার সময়ে যাত্রীদের ধৈর্য্য ও সহযোগিতার প্রশংসা করে।

অরুণোদয় ঘোলেশাপুর স্কুলে অগ্নিনির্বাপণ প্রদর্শনী ও অগ্নি সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচি

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ERWWO) ২২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বেহালা, কলকাতার ঘোলেশাপুর রেলওয়ে কলোনির অরুণোদয় ঘোলেশাপুর স্কুলে একটি 'অগ্নি সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচি' এবং 'অগ্নি প্রতিরোধক যন্ত্র প্রদর্শনীর' আয়োজন করে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রীতা সিনহা এবং ERWWO-এর সদস্যদের মহতী উপস্থিতিতে উক্ত রেলওয়ে স্কুলে এই অগ্নি সুরক্ষা উদ্যোগের উদ্বোধন করেন ERWWO-এর সভানেত্রী সীমা দেওস্কর। নিরাপত্তা ও প্রস্তুতির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় অগ্নি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং অগ্নিকাণ্ডের জরুরি পরিস্থিতিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এই সচেতনতা পর্বে অগ্নি সুরক্ষার মৌলিক বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়, যার মধ্যে ছিল স্মোক অ্যালার্মের গুরুত্ব, জরুরি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া এবং অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সঠিক ব্যবহারের ওপর একটি সরাসরি প্রদর্শনী পরিচালনা করা হয়, যেখানে জরুরি পরিস্থিতিতে সচরাচর ঘটে যাওয়া ভুলগুলো এড়িয়ে চলার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য একটি মহড়ামূলক অগ্নিনির্বাপণ স্থানান্তরেরও (Mock fire evacuation drill) আয়োজন করা হয়েছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে এই ভাববিনিময়মূলক আলোচনায় অংশ নেন, তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং অগ্নি সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কর্মসূচিতে অগ্নিকাণ্ডের প্রাথমিক শনাক্তকরণ, দ্রুত স্থানান্তর এবং সমন্বিত জরুরি সাড়াদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। শিয়ালদহ ডিভিশনের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর আধিকারিকগণ অগ্নি সুরক্ষার ওপর তথ্যবহুল বক্তব্য প্রদান করেন, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন এবং নিরবচ্ছিন্ন সচেতনতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং নিজেদের বাড়ি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নি সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করেন। অগ্নি সুরক্ষা সচেতনতা প্রসারের এক নতুন অঙ্গীকারের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে। শিক্ষা, প্রস্তুতি এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ড সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রেফতার গয়েশপুরের প্রাক্তন প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২২ জুলাই ঃ নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন প্রধান শ্যামল ঘোষ। মঙ্গলবার গভীর রাতে গয়েশপুর এলাকা থেকে তাঁকে। গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। বুধবার রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত তাঁকে দু'দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গয়েশপুরের বিশেষভাবে সক্ষম বাসিন্দা নির্মল মণ্ডলের দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। অভিযোগ, 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তৎকালীন প্রধান নির্মল মণ্ডলের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা নেন। অভিযোগকারীর দাবি, শ্যামল ঘোষ নিজেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে ওই টাকা গ্রহণ করেছিলেন। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের পর ঘর দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানানো হলে নির্মল মণ্ডল নিজের টাকা ফেরত চান। তখন তাঁকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয়। এমনকি অস্ত্র প্রদর্শন করে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এছাড়া অভিযোগ, থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে শ্যামল ঘোষের ছেলে শোভন ঘোষ বাধা দেন এবং অভিযোগ করলে খুনের হুমকি দেন। এরপর গত ২০ জুলাই শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্মল মণ্ডল। অভিযোগের তদন্তে নেমে মঙ্গলবার গভীর রাতে শ্যামল ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে আদালত দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

চিটফান্ডের টাকা কাদের কাছে গেছে এবং কারা লাভবান হয়েছে তা খুঁজে বের করতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি সেলিমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২২ জুলাই ঃ চিটফান্ডের টাকা কার কার কাছে গেছে এবং কারা লাভবান হয়েছে তা খুঁজে বের করতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুললেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এর পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তিনি। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া আক্রমণ করে দাবি করেছিলেন যে, চিটফান্ডের মূল ক্যাম্পেনার ছিল সিপিএম এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সিপিএমকেও তিনি ছাড়বেন না। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বুধবার হাওড়ার বঙ্কিম সেতুর নিচের এক দলীয় কর্মসূচি থেকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। তিনি দাবি করেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সারদা-নারদা সব কিছুতে হাত পুড়িয়েছেন, অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজও একজন সিপিএম নেতার নামেও কোনও দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারেননি। চিটফান্ডের টাকা কার কার কাছে গেছে এবং কারা লাভবান হয়েছে তা খুঁজে বের করতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান সেলিম। অতীতে চিটফান্ডের সুবিধাভোগী বা তৎকালীন মন্ত্রীরা পরবর্তীতে অন্য দলে যোগ দিলেও চিটফান্ড মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে এর আসল সুবিধাভোগী ও পেছনের কুশীলবদের খুঁজে বের করার দাবি জানান তিনি। চিটফান্ড বিতর্কের পাশাপাশি হাওড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুর নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রসঙ্গও জোরালোভাবে তোলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। তিনি অভিযোগ করেন যে, দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় পুরনিগম ও পঞ্চায়েত ভোট নিয়মিত ও অবাধে হতে দেওয়া হতো না। অতীতে পুলিশ ও গুন্ডাদের ব্যবহার করে ভোট লুট করা হতো। জনগণের থেকে নিয়মিত কর নেওয়া সত্ত্বেও পুরসভাগুলো সাধারণ মানুষকে সঠিক নাগরিক পরিষেবা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে বলে তোপ দাগেন তিনি। দ্রুত ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে অবিলম্বে জনগণের হাতে স্থানীয় শাসনভার ফিরিয়ে দেওয়ার জোরালো দাবি জানান সেলিম। এছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দলবদলের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন নেতার অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি রসাত্মক সুরে মন্তব্য করেন, এক বৈশাখে দেখা হলো দুজনে, জৈষ্ঠ্যতে হলো পরিচয়, আজ কি আষাঢ় মাস, মন জানে কি জানি কি হয়। প্রসঙ্গতঃ কয়েক দফা দাবিতে বুধবার হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে সিপিআইএম হাওড়া জেলা কমিটির ডাকে এক অবস্থান কর্মসূচি এবং সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শান্তি- সম্প্রীতি, উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় ও অধিকারের জন্য গণসংগ্রাম গড়ে তোলার ডাক দিয়ে এদিনের ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। যেসব দাবির ভিত্তিতে এদিনের কর্মসূচি নেওয়া হয় সেই দাবিগুলি হলো (১) হকার ও বস্তিবাসী মানুষকে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা চলবেনা, (২) প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালু করে মানুষকে সর্বস্বান্ত করার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে, (৩) অবিলম্বে হাওড়া কর্পোরেশন ও বালি পৌরসভার নির্বাচন করে মানুষকে নাগরিক পরিষেবা দিতে হবে, (৪) পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ সকল নিত্যপ্রয়েজনীয় জিনিসের দাম কমাতে হবে, (৫) সকল বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, (৬) গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরী দিতে হবে, (৭) কোনও উপযুক্ত প্রাপকের নাম অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে বাদ দেওয়া চলবেনা। এদিন সকাল ১০টা থেকে অবস্থান কর্মসূচির পর বিকেলে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন মহম্মদ সেলিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডেপুটেশন জমা দিল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ জুলাই ঃ আরামবাগে এসডিও ও বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন। যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি তাঁদের অনেকেই কাঠগড়ায় তুলছেন তাঁদেরই। সে কারণে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মের পুনরায় ভেরিফিকেশনের কাজ থেকে অব্যাহতি-সহ একাধিক দাবিতে। একইসঙ্গে মা ও শিশুদের খাদ্যের গুণগত মান বাড়াতে অর্থ বরাদ্দ, বকেয়া ডিম ও সবজির বরাদ্দ-সহ একাধিক দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মিছিলও করলেন। এদিন আরামবাগ এসডিপিও অফিস থেকে পদযাত্রা করে এসডিও ও বিডিও অফিসে পৌঁছান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। শেষে প্রশাসনের কর্তাদের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের সদস্যদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মের পুনঃ ভেরিফিকেশনের সময় কোনও সরকারি আধিকারিক উপস্থিত থাকেন না। ফলে যাঁরা এখনও প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন না তাঁদের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাই। তাঁদেরই দায়ী করা হচ্ছে। এর জেরে কর্মীদের প্রায়শই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মিছিল থেকেই এক মহিলা বলেন, এখন তো আমাদের দিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে। আমরা কাজ করব না সেটা বলছি না। কিন্তু আমরা চাই আমাদের সঙ্গে সরকারি কোনও আধিকারিক থাকুক। এছাড়াও এদিনের ডেপুটেশনে কর্মস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে মা ও শিশুদের জন্য খাদ্যের মানোন্নয়ন এবং সেই লক্ষ্যে বরাদ্দ অর্থ বৃদ্ধির দাবিও জানানো হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, নিম্নলিখিত কাজের আইটেমগুলির জন্য উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নোটিশ নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বিড সিকিউরিটি/বায়না অর্থ; টেন্ডার নথির মূল্য: (১); ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৬-২৭-০৮-আর১;** সিনিয়র ডিইই(জি)/খড়গপুর-এর অধীনে খড়গপুর ডিভিসনের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ২.৪ কেভিএ থেকে ২৫০ কেভিএ ক্ষমতার স্ট্যান্ড-বাই ডিজেল জেনারেটর সেটের জন্য ৩ বছরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি; ₹৩২,৬৭,১৯৪; ₹৬৫,৪০০; শূন্য; **(২); ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৬-২৭-১৪;** সিনিয়র ডিইই(জি)/খড়গপুর-এর অধীনে আইটি সম্পর্কিত কম্পিউটারাইজেশন কাজের জন্য প্রতিস্থাপন/অতিরিক্ত সরঞ্জাম ক্রয়; ₹১৩,১৮,৭০০; ₹২৬,৪০০; শূন্য; **কাজ শেষ হওয়ার তারিখ:** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৩৬ মাস (ক্র.নং. ১-এর জন্য) এবং ৭৫ দিন (ক্র.নং. ২-এর জন্য); **দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ:** ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য); **দরপত্র খোলার তারিখ:** ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য); আগ্রহী দরদাতাগণ দরপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা এবং স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে এবং অনলাইনে তাদের দরপত্র জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** নিয়মিত দেখতে পারেন। **(PR-508)**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **ই-টেন্ডার নং. ১৪২_২০২৬-২৭, তারিখ ২১.০৭.২০২৬,** প্রশাসনিক কারণে টেন্ডারটি **বাতিল** হয়েছে।
(HWH-232/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

Corrigendum

The advertisement published on 22.07.2026 of Arambagh Sub Division, the portion "P.H.E. Dte." was not printed. Please treat the same as "Arambagh Sub Division, P.H.E. Dte.". Other details will remain unchanged.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সুশান্ত মেটিয়া এবং আমার ভাই শ্রী সুজিত মেটিয়া উভয়ের পিতা স্বর্গীয় অনিল মেটিয়া সাং- সালকিয়া, হাওড়া। আমরা গত ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে এ.আর এ-১-কলিকাতা রেজিঃকৃত ৭২৬৯ / ২৩ দলিল মূলে কলকাতা নিবাসী শ্রী অমিত কুমার চামারিয়া, পিতা- স্বর্গীয় সত্যনারায়ণ চামারিয়া এবং শ্রী অশোক কুমার জালান, পিতা- স্বর্গীয় সংকান্ত জালান মহাশয় এর পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার শ্রী শিব কুমার সিং পিতা- স্বর্গীয় রাম নয়ন সিং, ঘুসুড়ি, হাওড়া নিবাসী, হাওড়া ডি.এস. আর রেজিঃকৃত আমোক্তার নং (বুক- ৪,০০৯৪০ /২৩) এর নিকট হইতে (মৌজা মালি পাঁচঘড়া, জে.এল.১৭ এল আর দাগ-৩৬৬ এবং এল.আর খতিয়ান ৩১৩,৩১৪) ভুক্ত ৮ কাঠা ৮ছটাক (১৪.০২৫ শতক) জমি কিনিয়াছি। এই সম্পত্তি নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে বালি জগাছা BL& LRO অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Panihati Municipality
BT Road, Panihati, Kol-700114
NIQ

Quotation/s are invited from the reputed Dealer/ Distributor/ Companies /Agency etc. for the following items listed in the following NIQ related to procurement/ work as mentioned.: **No: PM/VD/NIQ/July-2026/ O&M-33 Date: 22.07.2026 PM/VD/NIQ/July-2026/ O&M-34 Date:22.07.2026 Dropping on 28.07.2026.** Last date of bid submission-within 2.00 p.m.Bid opening after 3.00 p.m or as per directives or availability of Authority. It will be intimated later on. Under signed reserve the right to accept or reject any Quot/tender/ or all without assigning any reason. For details contact MVI, Panihati Municipality and website of **www.panihatimunicipality.**
S/d-
Executive Officer
Panihati Municipality

OFFICE OF THE JAHANNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill PO-Jahannagarh
PS-NADANGHAT, DIST BURDWAN

e-Tender Jahannagar Gram Panchayat **NIT No. 130/ JGP/NIT/VBGRAMG/2026 dated 21/07/2026** publised on **eNIT site on 22/07/2026 Fund: VB-G RAM(G) (2026-27)** for Details Visit www.wbtenders.gov.in
sd/-
Prodhan
Jahannagar Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Roads)/KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/108 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at K. K. Tagore Street (in patches), Jadoolal Mullick Road (in patches) and surroundings under Br.-IV.** Estimate Amount (Including GST and Cess) : ₹ **2,90,449.82.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/109 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at 1/1, 21C, 57/6, R. D. Street (in patches), Amherst Street (in patches) and surroundings under Br.-IV.** Estimate Amount (Including GST and Cess) : ₹ **2,90,189.77.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/112 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at Strand Road (in patches), M. D. Road (in patches) and surroundings under Br.-IV.** Estimate Amount (Including GST and Cess) : ₹ **2,89,702.89.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: **05.08.2026 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **25.07.2026 (12 Noon)** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE_PS/X/99/DM1/26-27/R1 (2nd Call) Name of the Work: **Annual Maintenance of different Parks (Horticulture related works) in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated cost: ₹ **2,95,102.50.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.07.2026 – 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **01.08.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **23.07.2026 (10 a.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C. E. (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online percentage two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DR/PBPS/E/11/2026-2027 (1st Call) Name of Work: **Repairing of electrical wiring system with installation of new LED tube light, switching accessories etc. for Sector-III quarters with other allied works under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost: ₹ **2,91,133.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **14 days.** Last date and time of submission of Bid : **03.08.2026 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2026 (10 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC** invites open e-Tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/16 Name of the Work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different streets in Ward No.-64 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **3,97,622.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/17 Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-64 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,96,833.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/18 Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-59 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,97,891.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days.**
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/34 Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-72 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,93,915.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.08.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **06.08.2026 – 2.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on **24.07.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4). **(257/26-27)**

এবার পদকের সংখ্যা কমবে কমনওয়েলথে!

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২২ সালের বার্মিংহামের আসরে এসেছিল ৬১টি পদক। এবারও সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হতে চলেছে ভারতের ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমস অভিযান। কিন্তু বাস্তব বলছে, পদক সংখ্যা এ যাত্রা অর্ধেকের নিচে নেমে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আসলে এর মূলে রয়েছে আকস্মিক আয়োজক বদল ও বাজেট ছাঁটাই। আয়োজনের খরচ লাগামছাড়া হওয়ায় শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায় অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া। আসর বাঁচাতে এগিয়ে আসে গ্লাসগো। বাজেট কমাতে বাধ্য হয়ে মোট খেলার সংখ্যা ১৯ থেকে কমিয়ে সাকুল্যে ১০টিতে নামিয়ে আনে তারা। ফলে বাতিলের খাতায় চলে গিয়েছে মোট ৯টি খেলা। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের সমস্ত 'সোনার খনি'। গ্লাসগোয় বাদ পড়া ৯টি খেলার মধ্যে ভারতের মূল শক্তির জায়গাগুলোই সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছে। ২০২২ সালে যে কুস্তি থেকে ১২টি পদক (৬টি সোনা) এসেছিল, তা এবার নেই। বাদ পড়েছে ব্যাডমিন্টন, যা গতবার এনে দিয়েছিল ৩টি সোনা-সহ ৬টি পদক। টেবিল টেনিস ও প্যারা টিটি মিলিয়ে ৭টি পদক। পুরুষ ও মহিলা হকি দল জিতেছিল রুপো ও ব্রোঞ্জ। বাদ পড়েছে মহিলা ক্রিকেটও, যেখানে রুপো জিতেছিল ভারত। অর্থাৎ, শুধু এই পাঁচটি ইভেন্ট থেকেই বার্মিংহামে এসেছিল মোট ২৮টি মেডেল। যা ছিল

মোট পদকের প্রায় অর্ধেক। ফলে এবার ৩০টির গণ্ডি পার করাও ভারতীয় শিবিরের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। ইভেন্ট কমলেও বেশ কিছু খেলা থেকে এখনও ভারতের ঝুলিতে পদক আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে আসল বাজি অ্যাথলেটিক্স। সবচেয়ে বড় অ্যাথলিট দল নিয়ে মাঠে নামবে ভারত। পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রোয়ে সোনার দৌড়ে সবার আগে নীরজ চোপড়া। সঙ্গে লং জাম্পে মুরলী শ্রীশঙ্কর এবং ট্রিপল ও হাই জাম্পের প্রতিযোগীরাও ভরসা জোগাচ্ছেন। দূরপাল্লার দৌড়ে পারুল চৌধুরি ও গুলবীর সিং চমক দেখাতে পারেন। অন্যদিকে ভারোত্তোলন চিরকালই ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র। অলিম্পিক রুপোজয়ী মীরাবাঈ চানু ৪৮ কেজি বিভাগে নামবেন খেতাব রক্ষা করতে। পাশাপাশি বিন্দ্যারানি দেবী, অজয় বাবু ও জ্ঞানেশ্বরী যাদবদের থেকেও পদকের আশা করা হচ্ছে। পদক তালিকায় তিন নম্বর বড় স্তম্ভ বক্সিং। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই গভীরতা যথেষ্ট। অলিম্পিক পদকজয়ী লভলিনা বরগোহাঁই এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জেসমিন লাম্বোরিয়ার কাঁধে বড় দায়িত্ব। একাধিক ওজন শ্রেণীতে প্রথম সারির সিড পেয়ে নামবেন ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধারা। এ ছাড়া জুডো এবং লন বলস থেকেও ফুটতে পারে পদ্ম। বাদ যাচ্ছে না প্যারা স্পোর্টসও। সব মিলিয়ে, পদকের অঙ্কটা আগের মতো বিশাল না হলেও, যে কয়েকটি ইভেন্ট বাকি রয়েছে, সেগুলোতে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত ভারতীয় অ্যাথলিটরা। লড়াইটা যে কঠিন, তা মেনে নিয়েই টার্ফে নামছেন নীরজ-মীরাবাঈরা।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে দাপট টিম ইন্ডিয়ার!

সিংহাসনের খুব কাছে গিল, প্রথম চারে বিরাট-রোহিত

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২২ জুলাইঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার। আইসিসি-র পুরুষদের ওডিআই ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন শুভমান গিল। সদ্যসমাপ্ত সিরিজে ১৮৮ রান করেছেন ভারতের অধিনায়ক। আর তার ফলে এক নম্বরে থাকা ড্যারিল মিচেলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন তিনি। নিউজিল্যান্ড ব্যাটারের বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ৮০২। গিল ঠিক এক পয়েন্ট পিছিয়ে (৮০১) দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। শুধু তিনিই নন, প্রথম চারের মধ্যে ভারতের আরও দুই মহাতারকা নিজেদের জায়গা রীতিমতো মজবুত করেছেন। ৭৬৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে বিরাট কোহলি। ঠিক তাঁর পরেই, অর্থাৎ চারে রয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৫৮। বিশ্বক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটারদের দাপট নতুন কিছু নয়। তবে একই সঙ্গে প্রথম চারে তিন জনের এই নজরকাড়া অবস্থান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাটাররা ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়ে দাপট দেখালেও, দলীয় পারফরম্যান্সে বাজিমাত ইংরেজদের। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ভারতকে ২-১ ব্যবধানে ওডিআই সিরিজে পরাস্ত করেছে ইংল্যান্ড। সবচেয়ে চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স জো রুটের। গোটা সিরিজে একবারও আউট হননি। অপরাজিত থেকে ২৪৯ রান করেছেন এই অভিজ্ঞ ডানহাতি ব্যাটার। দলের জয়ে অনবদ্য অবদানের সুবাদে চার ধাপ এগিয়ে ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় আট নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। ইংরেজ শিবিরে আরও কয়েকজনের উন্নতি চোখে পড়ার মতো। যেমন, বেন ডাকেট। ১১ ধাপ লাফিয়ে যুগ্মভাবে ১৯তম স্থানে উঠেছেন। ৫ ধাপ এগিয়ে ৬৪ নম্বরে জ্যাকব বেথেল। পিছিয়ে নেই কিউয়ি

খেলোয়াড়রাও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভাল খেলে নিউজিল্যান্ডের মাইকেল ব্রেসওয়েল এবং মার্ক চ্যাপম্যান যথাক্রমে ৫৪ ও ৬২তম স্থান দখল করেছেন। ওডিআই বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন আফগানিস্তানের তারকা লেগ-স্পিনার রশিদ খান। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে পাঁচ উইকেট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের পেসার জোফ্রা আর্চার। দীর্ঘ চোট সারিয়ে ফিরে আর্চার ফের চেনা ছন্দে। তাঁর ঠিক আগে, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন পাকিস্তানের স্পিনার আবরার আহমেদ। প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁহাতি স্পিনার গুড়াকেশ মোতি। সাত ধাপ এগিয়ে যুগ্মভাবে নবম স্থানে রয়েছেন তিনি। সতীর্থ ক্যারিবিয়ান পেসার আলজারি জোসেফ ১০ ধাপ এগিয়ে ২৬ নম্বরে পৌঁছেছেন। কিউয়ি অলরাউন্ডার ব্রেসওয়েল ১৪ ধাপ লাফিয়ে ২৯ নম্বরে। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন অক্ষর প্যাটেল। ১০ ধাপ এগিয়ে যুগ্মভাবে ৩২তম স্থানে এই বাঁ-হাতি স্পিনার। ব্যাটে-বলে অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুবাদে ওডিআই অলরাউন্ডারদের তালিকায় কেরিয়ারের সেরা তিন নম্বরে ব্রেসওয়েল। এই লিস্টে যথারীতি শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছেন আফগানিস্তানের আজমাতুল্লাহ ওমরজাই। দুইয়ে মেহেদি হাসান মিরাজ। সদ্য জিম্বাবোয়েকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এর প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়েছে আইসিসি-র টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়েও। ছোট ফরম্যাটে পয়েন্টের লড়াইটা বেশ হাড্ডাহাড্ডি। জিম্বাবোয়ের ব্যাটার ব্রায়ান বেনেট কেরিয়ারের সেরা নবম স্থানে উঠে এসেছেন। বাংলাদেশের তানজিদ হাসান সাত ধাপ এগিয়ে ২০ নম্বরে এবং সইফ হাসান ২৭ নম্বরে পৌঁছেছেন। বোলারদের মধ্যে মেহদি হাসান ১৯ ও রিশাদ হোসেন যুগ্মভাবে ২৫ নম্বরে রয়েছেন। টি-টোয়েন্টি বোলারদের তালিকায় সবচেয়ে বড় লাফ জিম্বাবোয়ের পেসার রিচার্ড এনগারাভার। ৩৭ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৩২ নম্বরে।

মরক্কোর জার্সিতে বিশ্বকাপে ম্যাজিক! বুয়াদ্দিকে পেতে ১০০ মিলিয়ন ঢালতে রাজি ম্যান সিটি

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ২২ জুলাইঃ প্রতি বিশ্বকাপেই শিরোনামে উঠে আসেন অচেনা কোনও প্রতিভা। এবারের সদ্যসমাপ্ত আসরও তার ব্যতিক্রম নয়। এবার বিশ্বমঞ্চে সব আলো কেড়ে নিয়েছেন মরক্কোর আইয়ুব বুয়াদ্দি। বয়স মোটে ১৮। কিন্তু মাঝমাঠে তাঁর পরিণত ফুটবলবোধ রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। ফরাসি ক্লাব লিলের হয়ে খেলেন এই তরুণ মিডফিল্ডার। তাঁকে দলে টানতে ইতিমধ্যে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। তবে দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। এই বিস্ময়-বালককে পেতে ১০০ মিলিয়ন ইউরো বা ৮৫ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করতেও পিছপা হচ্ছে না তারা। সিনিয়র পর্যায়ে মাত্র ৬৩টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা। তাতেই ইউরোপের তাব। ক্লাবগুলোর মন জিতেছেন এই তরতাজা প্রতিভা। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নজর কাড়েন আইয়ুব। ক্যাসেমিরো এবং ব্রুনো গিমারেজের মতো অভিজ্ঞ জুটির সামনে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যাননি। বরং, মাঝমাঠের দখল ছিল তাঁরই পায়ে। সেদিন দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৭ বার বল টাচ করেছিলেন। নিয়ন্ত্রণ করেন ম্যাচের গতিপ্রকৃতি। জন্মগত স্থিরতার পাশাপাশি তাঁর সবচেয়ে বড় অস্ত্র ড্রিবলিং। লম্বা ও ছিপছিপে চেহারার সুবিধা নিয়ে সহজেই বল বিপন্মুক্ত

করতে পারেন। নিখুঁত বল কন্ট্রোল। সঙ্গে দ্রুত দিক পরিবর্তনের ক্ষমতা। ফরাসি লিগে গত মরশুমে প্রতি ম্যাচে গড়ে ১.২টি 'টেক-অন' বা ড্রিবল সম্পন্ন করেছেন। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের মধ্যে যা পঞ্চম সর্বোচ্চ। বিপক্ষের চাপ সামলে দলকে আক্রমণে তুলে আনতে জুড়ি মেলা ভার। মাঠে নানাবিধ ম্যাজিক দেখালেও, বল পায়ে অযথা ঝুঁকি নিতে নারাজ আইয়ুব। ছোট ও নিরাপদ পাস খেলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। বলের দখল ধরে রেখে খেলার গতি সচল রাখা তাঁর আসল কাজ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেয়েনুর্ডের বিরুদ্ধে ৬-১ গোলের জয়ে জোনাথন ডেভিডের উদ্দেশে মাপা পাসটি ছিল দেখার মতো। তবে আক্রমণাত্মক পাসের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। বিশ্বকাপে ফরওয়ার্ড পাসের সফলতার নিরিখে ২৯ জন মিডফিল্ডারের মধ্যে স্থান ২১ নম্বরে। নিজের ডিফেন্সিভ থার্ডে গড়ে চারবার বল খুইয়েছেন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণেই মাঝেমধ্যে ভুল করে বসেন আইয়ুব। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ডেজিরে ডুয়ের বিরুদ্ধে বল হারানো তার অন্যতম প্রমাণ। কোন সময় ঝুঁকি নিতে হবে, সেই শিক্ষা এখনও নেওয়া বাকি। বল কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও আগ্রাসন নজরকাড়া। প্রতিপক্ষের আক্রমণ পড়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। সেকেন্ড বল কোথায় পড়বে, তা আগে থেকেই বুঝতে পারেন। ইউরোপের সেরা লিগগুলোতে গত মরশুমে 'লুজ বল' পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ৯২ পার্সেন্টাইলে ছিলেন। তবে গোল করা বা করানোর ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বেশ হতাশাজনক। গত মরশুমে লিগা ওয়ানে কোনও গোল নেই। অ্যাসিস্ট মাত্র একটি। তা সত্ত্বেও আইয়ুবকে পেতে মরিয়া সিটি। কারণ একটাই। তিনি মাঝমাঠের কারিগর। খেলার টেম্পো নিয়ন্ত্রণ ও নিখুঁত ট্যাকলিংয়ে ঠিক যেন স্পেনের কিংবদন্তি সের্জিও বুসকেতসের প্রতিচ্ছবি। যিনি নিজে গোল করতেন না, কিন্তু যে কোনও দলে জায়গা ছিল পাকা। ১০০ মিলিয়ন ইউরোর দামটা আকাশছোঁয়া মনে হলেও, ভবিষ্যতের কথা ভেবে বুয়াদ্দির উপর সিটির এই লগ্নি নিঃসন্দেহে মাস্টারস্ট্রোক হতে চলেছে।

মেসির 'সব ভুলে যাও' ভাষণ নিয়ে জল্পনা অবশেষে ম্যাক আলিস্টারের সূত্রে যা জানা গেল

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে সতীর্থদের উদ্দেশে লিওনেল মেসির দেওয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে দুই দিন ধরে তুমুল আলোচনা চলছে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিও দেখে অনেকেরই ধারণা, ফাইনালের আগে হয়তো দলের ভেতরে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল কিংবা বাইরে থেকে কোনো চাপ ছিল। এবার আর্জেন্টিনা দলের মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টারের সূত্রে এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম এল নাসিওন জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলেকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন আলেক্সিসের বাবা কার্লোস ম্যাক আলিস্টার। তিনি আলেক্সিসের কাছ থেকে জানতে পারেন, মেসির কথার অর্থ মোটেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা ব্যাখ্যার মতো ছিল না। ফাইনালের আগে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ড্রেসিংরুম থেকে বের হওয়ার সময় সতীর্থদের উদ্দেশে মেসি বলছেন, 'চলো সবাই। শান্ত থাকো, শান্ত থাকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শান্ত থাকি। সবকিছু ভুলে যাই। শুধু খেলি। শুধু খেলাটার

কথাই ভাবি।' ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক সমর্থক প্রশ্ন তুলেছিলেন, ঠিক কী 'ভুলে যেতে' বলছিলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক? ফাইনালের আগে কি দলের ভেতরে কোনো সমস্যা হয়েছিল? নাকি স্পেনের পক্ষ থেকে রেফারিং নিয়ে অভিযোগ, বাইরের সমালোচনা কিংবা অন্য কোনো বিষয়কে ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি? রেডিও লা রেদকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কার্লোস ম্যাক আলিস্টার বলেন, তিনিও শুরুতে একই প্রশ্ন করেছিলেন, ''আমি আলেক্সিসকে বার্তা পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী হয়েছিল? ড্রেসিংরুমে কোনো ঘটনা ঘটেছিল? আমি নিজেও উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি যদি এমনটা ভেবে থাকি, তাহলে অন্যরা কী ভেবেছে, সেটা সহজেই বোঝা যায়।'' এরপর ছেলে কী উত্তর দিয়েছিলেন, সেটি জানিয়ে কার্লোস ম্যাক আলিস্টার বলেন, ''সে আমাকে বলেছে, না। ওরা ফুটবলের বিষয়েই কথা বলছিল। অর্থাৎ, মাঠে নেমে খেলতে হবে, পাস দিতে হবে, বল ঘোরাতে হবে, ত্রিভুজ তৈরি করতে হবে। অকারণে লম্বা বল খেলবে না বা বল নষ্ট করবে না-এটাই বোঝানো হয়েছিল।'' কার্লোসের মতে, ভিডিওর ছোট্ট একটি অংশ ছড়িয়ে পড়ায় সেটিকে ঘিরে অপ্রয়োজনীয় জল্পনা তৈরি হয়েছে, ''এরপরই নানা সন্দেহ তৈরি হয়। কয়েক দিন ধরে অনেকেই আমাকে লিখেছেন, নানা রকম ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে দিন স্পেন আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে।'' কার্লোস আরও বলেন, ''কখনো কখনো মেনে নিতে হয় যে প্রতিপক্ষ আপনার চেয়ে ভালো ছিল। তার মানে এই নয় যে আমাদের দল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেনি। ছেলেরা সর্বস্ব দিয়েছিল, কিন্তু সেদিন স্পেনই ভালো খেলেছে।'

শ্রেয়সদের কড়া হুঁশিয়ারি রাজার!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২২ জুলাইঃ খাতায়কলমে তারা শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু আসন্ন সিরিজে ভারতই যে একচেটিয়া ফেভারিট, তা মানতে নারাজ বিপক্ষ শিবির। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ঠিক তার আগেই ভারতীয় দলকে কড়া বার্তা দিয়ে রাখলেন জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকান্দর রাজা। তাঁর সাফ কথা, এই লড়াইয়ে কেউ এগিয়ে বা পিছিয়ে নেই। দু'দলেরই জেতার সমান সুযোগ। সদ্য আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মাটিতে জঘন্য পারফরম্যান্স করে এসেছে ব্লু-ব্রিগেড। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ডের কাছে ০-২ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হার। এরপর ইংল্যান্ডের কাছে ০-৪ ব্যবধানে চূর্ণ হওয়া। শুভমান গিলের নেতৃত্বে আবার ১-২ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজও খুইয়েছে ভারত। এই জোড়া ধাক্কা খাওয়া দলের বিরুদ্ধে নিজেদের জয়ের প্রবল সম্ভাবনা দেখছে জিম্বাবোয়ে। আসন্ন সিরিজে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন রাজা। ১৩৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার স্পষ্ট জানিয়েছেন, লড়াই হবে সমানে সমানে। স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য, ''এই সিরিজে জেতার ক্ষেত্রে দুই দেশেরই সমান সুযোগ রয়েছে। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত। জিম্বাবোয়ে এখন খুব ধারাবাহিক এবং দারুণ বিনোদনমূলক ক্রিকেট খেলছে। তাই আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এই সিরিজটা রীতিমতো বিনোদনে ভরপুর হতে চলেছে।'' ইংল্যান্ডের মাটিতে হোয়াইট বলের ক্রিকেটে ভারতের করুণ দশা। সেই দগদগে ক্ষত নিয়ে খেলতে নামা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত জিম্বাবোয়ে। জয় বা হার যাই হোক না কেন, বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও তারা ছাড়বে না। ভারতীয় ক্রিকেট এখন পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আর সেই বিষয়টাই এই সিরিজকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে মনে করেন জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক। তিনি বলেন, ''হ্যাঁ, ভারত এখন একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তবে দেখলে বুঝবেন, জিম্বাবোয়ের দলেও একটা পালাবদল চলছে। তাই আমি কোনওভাবেই এই সিরিজকে একপেশে হিসেবে দেখছি না।'' নতুন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের কাঁধে এখন জোড়া চ্যালেঞ্জ। এক, দলের ভাঙা মনোবল জোড়া লাগানো। দুই, জিম্বাবোয়ের মতো ছন্দে থাকা দলের বিরুদ্ধে সিরিজ পকেটে পোরা।

সমালোচকদের তোপ দেগে দলের পাশে এনজো

'গর্ব ও বিনয়ের সঙ্গে বিশ্বকাপে খেলেছে আর্জেন্তিনা!'

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ২২ জুলাইঃ বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হার। অতিরিক্ত সময়ের সেই পরাজয়ের পর থেকেই তীব্র সমালোচনার মুখে আর্জেন্তিনা। শুধু খেতাব হাতছাড়া নয়। ফুটবলারদের মাঠের ভেতরের আচরণ নিয়েও উঠছে হাজারো প্রশ্ন। ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে ৯৩ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন এনজো ফার্নান্দেজ। ফলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। ম্যাচ শেষে দু'দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি। স্পেনের রদ্রি, গাভি ও এরিক গার্সিয়ার সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়ান আর্জেন্তিনার নাহুয়েল মোলিনা, লিয়ান্দ্রো পারেদেস এবং থিয়াগো আলমাদা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যে ফিফা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মেগা ফাইনালে এনজো ছাড়া আর্জেন্তিনার আস্ফালনই বেশি দেখিয়েছে লাতিন আমেরিকার দলটি। চারপাশ থেকে উড়ে আসা সমালোচনার মাঝে এবার মুখ খুললেন এনজো ফার্নান্দেজ। ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্টে দলের পাশেই মজবুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ২৫ বছর বয়সি চেলসি তারকা লেখেন, তাঁর দেশ 'গর্ব ও বিনয়ের' সঙ্গে ফুটবল খেলেছে। গত কয়েক বছর ধরে আর্জেন্তিনা বিশ্বফুটবলের এক 'উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত' হয়ে রয়েছে বলেও তাঁর দাবি। এনজোর কথায়, ''প্রতিযোগিতা মানেই সবসময় শুধু জেতা নয়। জার্সির জন্য নিজেদের উজাড় করে দেওয়াটাও সমান জরুরি। এই টিম সবসময় নিজেদের হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের সেরা ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। গর্ব, বিনয় আর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে এই রংটাকে রক্ষা করেছে।'' অর্থাৎ, সমালোচকদের কথায় কান দিতে

আরও চার খেলোয়াড় এবং খোদ কোচ লিওনেল স্কালোনি হলুদ কার্ড দেখেন। গোটা টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে মোট ১৪টি কার্ড দেখেছে নীল-সাদা শিবির। দলের এহেন আগ্রাসী মেজাজ নিয়ে বিশ্বফুটবলে জোর চর্চা। প্রাক্তন তারকারা তোপ দেগেছেন। জার্মানির প্রাক্তন ফুটবলার থমাস হিটজ্লস্পারগার আর্জেন্তিনার খেলোয়াড়দের 'জঘন্য ক্রীড়াবিদ' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন জার্মান মিডফিল্ডার টনি ক্রুজ লিখেছেন, 'ফুটবলের জয় হল'। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গোলকিপার জো হার্ট বর্তমানে বিবিসির বিশেষজ্ঞ। তাঁর স্পষ্ট মত, আর্জেন্তিনার আচরণ ছিল একেবারেই 'ন্যক্কারজনক'। বিতর্ক শুধু ফাইনালেই আটকে নেই। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও আর্জেন্তিনীয়দের অতি-আগ্রাসী কৌশল চূড়ান্ত সমালোচিত হয়। সেই খেলায় মোট ১৫টি ফাউল করেছিলেন লিওনেল মেসিরা। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, টুর্নামেন্ট জুড়ে খেলার চেয়ে পেশিশক্তির একেবারেই নারাজ তরুণ মিডফিল্ডার। দেশের ভক্তদের শর্তহীন সমর্থনের জন্যও মন থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এনজো। বিশ্বের যেখানেই খেলুন না কেন, ভক্তরাই তাঁদের 'বাড়ির মতো' অনুভব করান। এনজোর বক্তব্য, দেশের হয়ে মাঠে নামাটা তাঁর কেরিয়ারের 'সবচেয়ে বড় সম্মান'। জাতীয় দলের ডাক পেলেই নিজের সেরাটা উজাড় করে দেবেন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে অভিষেকের পর দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত ৪৯টি ম্যাচ খেলেছেন। এবারের টুর্নামেন্টে মিশর ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মূল্যবান গোলও পান। ফাইনাল হেরে দলের দেশে ফেরার পর হাজার হাজার মানুষ হুডখোলা বাসের পাশে ভিড় জমান। বাজি ফাটিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এতকিছুর মধ্যে অধিনায়ক লিওনেল মেসিও হারের আক্ষেপ গোপন করেননি। চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'পরাজয়ের যন্ত্রণা বিশাল, আর এই ক্ষত সারতে অনেকটা সময় লাগবে!'

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com